أَدْعِيَةٌ نَبَوِيَّةٌ مُخْتَارَةٌ

প্রিয় নবীজির প্রিয় দোয়া



আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

أَدْعِيَةٌ نَبَوِيَّةٌ مُخْتَارَةٌ



(আরবী, বাংলা)

মূলঃ

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

অনুবাদঃ

আব্দুল্লাহ যোবায়ের

সুমাইয়া হুদা



প্রিয় নবীজির প্রিয় দোয়া

মূল:

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ যোবায়ের

সুমাইয়া হুদা

প্রকাশকাল

শাবান ১৪৪২

এপ্রিল ২০২১

প্রকাশনায়

সওতুল মদীনা, ঢাকা

মোবাইল: +৮৮০১৬৭৬৬৭৩৯৪৬

ই-মেইল: jobairabdullahbayan@gmail.com

ওয়েবসাইট: saotulmadina.com

মূল্য ১০০ টাকা

সূচীপত্র

বিপদ মুক্তির দোয়া أَدْعِيَةُ الفَرَجِ المَسْنُوْنَةِ

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

প্রিয় নবীজীর প্রিয় দোয়া কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত এমন সব দুয়ার একটি অনন্য সংকলন, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখে অসংখ্যবার উচ্চারণ করেছেন। দুয়াগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, একজন মানুষের জীবনে দুনিয়া ও আখিরাতে যা কিছু পাওয়ার থাকতে পারে, সবকিছু এসব দোয়ায় চলে এসেছে। ঠিকভাবে দোয়া করতে পারাটা, সঠিক জিনিসটি চাওয়া সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহ মেহেরবানী করে পবিত্র কুরআনের একটি বিরাট অংশে কী কী দোয়া করতে হবে তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। হাদীসেও আমাদেরকে অনেক দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

দুয়ার একটি মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'আলার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা। আমরা যেভাবে মুখস্ত দোয়া পড়ি অথবা দোয়া আওড়াই, তার ফলে কিছু উপকার হয়। কিন্তু দুয়ায় কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্থ না বোঝার কারণে বিরাট ভাবে ব্যাহত হয়। এজন্য এই কিতাবের বাংলা ও ইংরেজি দুটি অনুবাদ করা হয়েছে। আমরা বহির্বিশ্বের একটি বিরাট সংখ্যক পাঠকের কথা চিন্তা করে ইংরেজি অনুবাদ আলাদা ভাবে প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ। বাংলা অনুবাদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আল কুরআনুল করিমের অনুবাদ এবং সিহাহ সিত্তাহর অনুবাদরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দোয়াগুলো পাঠ করার এবং উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আব্দুল্লাহ যোবায়ের
সম্পাদক
সওতুল মদিনা

Translator's note

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَكَفٰى ، وَسَلاَمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ ، صَاحِبِ الوَجْهِ الأَنْوَرِ ، وَالجَبِيْنِ الأَزْهَرِ ، وَصَاحِبِ الحَوْضِ الكَوْثَرِ ، وَالمَقَامِ الأَطْهَرِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

By the Bounty of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, this book containing Dua's from the Qur'an and Sunnah along with the Pious from amongst this Ummah has been compiled by Our Shaykh Muhammad Ainul Huda , who had the intention to gather some Du'as in one book , in the hope that it would benefit the Ummah those present and the upcoming generation.
Praise be to Allaah who allowed him to complete this task. May Allaah accept this work and reward him greatly. May this be a means for delighting Our Prophet Muhammad Sallallaahu Alayhi Wa Sallam , who has said : Convey from me, even if it's a single verse ".
We also ask Allaah to accept the intentions in completing this book and benefit those who authored it, who helped out in any way , those who read it and those who hear it , and may it also be a benefit to their progeny and the entire Ummah.
وبالله التوفيق

-Sumaiya Huda
New York

ভূমিকা

الحَمْدُ للّٰهِ بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ، وَبِفَضْلِه تَتَنَزَّلُ الخَيْرَاتُ وَالبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيْقِه تَتَحَقَّقُ المَقَاصِدُ وَالغَايَاتُ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى حَبِيْبِه سَيِّدِ الكَائِنَاتِ ، وَآلِه وَصَحْبِه أهْلِ الفَضْلِ وَالعِنَايَاتِ ، وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْ أَئِمَّتِنَا وَمَشَائِخِنَا مَصَابِيْحِ العِلْمِ وَالهِدَايَاتِ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর নেয়ামতে যাবতীয় ভালো কাজ পূর্ণতা পায়, যার অনুগ্রহে কল্যাণ আর বরকত বর্ষিত হয়, যাঁর দেওয়া তাওফিকে সমস্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। সালাত ও সালাম সাইয়িদুল কাইনাত হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের উপর। আমাদের ইমাম আর শায়খগণের উপরও আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক। তাঁরা সবাই ছিলেন ইলম ও হিদায়েতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলা, আরবী ও ইংলিশে যে সব বই-পুস্তিকা লিখার সুযোগ হয়েছে, সংখ্যায় ১০ এর উপরেই হবে। গত কয়েক বছরে যা লিখেছি এবং যা আলোচনা করেছি ও রেকর্ড হয়েছে যদি প্রতিটি বিষয়ে একটি করে রিসালাহ / পুস্তিকা লেখা হয়, কয়েক শত তো হবেই। বললাম না হাজার দুই হাজার। গত ৬/৭ বছরে কিতাব মুতালাআহ ৩৫ থেকে ৪০ হাজার ঘণ্টা হবে, আমার হিসাবে । বেশীও হতে পারে। اَلْحَمْدُ للّٰهِ وَلَا فَخْرَ যে কারণে এই স্মৃতিচারণ, এই দীর্ঘ সময় ধরে মাঝে মাঝেই যাতে নিখোঁজ হয়েছি তার বাস্তব রূপ হল "প্রিয় নবীজির প্রিয় দোয়া" । সব শেষে সান্ত্বনা এখানেই পেয়েছি। ২০১৮ সালে নিউইয়র্ক থেকে বাংলা ও ইংলিশে মাদ্রাসার ছাত্রদের সিলেবাস হিসাবে ১ম ছাপা হয় "দয়াল নবীজীর দোয়া" নামে।

আসলে মূলতঃ এই বিষয়ে কোন বই লেখা বা আলোচনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। এই দোয়াগুলির মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজেছি। একবার মনে আসে কুরআনে করীমে দোয়ার আয়াতগুলি জমা করে নীরব সময়ের সঙ্গী বানাই। জমা করেছি, গুনগুনিয়ে মনের মত করে পড়তাম। সব থেকে বেশী আপ্লুত হতাম যখন এই আয়াতগুলি সালাতে তিলাওয়াত করতাম। একসময় মনে আসে প্রিয় নবীজীর প্রিয় দোয়াগুলিকে নীরবতার সাক্ষী বানাই। সময় সময় খুঁজে খুঁজে পড়েছি। দারুন এক সান্ত্বনায় হারিয়ে গেছি কতবার জানি না। এই "হারিয়ে যাওয়া" বিষয়টি সবথেকে বেশী উপলব্ধি করেছি বড় মেয়েকে নিয়ে ১ম বার যখন দারুল মুস্তাফায় গিয়েছিলাম। আগস্ট ৪, ২০১৪ ১ম রাতের শেষ ভাগে ঘুম ভাঙে জান্নাতী এক সুরে দোয়ার আওয়াজ শুনে। পাঞ্জাবী আর টুপি হাতে নিয়েই দিক বিদিক দৌড়াতে থাকি, দোয়ার আওয়াজ লক্ষ্য করে। অবশেষে পেয়ে যাই আমার পাশেই "মুসাল্লা আহলিল কিসা" দারুল মুস্তাফার মসজিদে একজন মানুষ দোয়াগুলি পড়ছেন। বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকি মসজিদের দরজায়। ছাত্রদের আনাগোনায় ভেজা চোখে যখন সম্বিত ফিরে পাই, কিছুটা লজ্জিত হই। পাঞ্জাবী পরে নেই, ফ্রেশ হতে চলে যাই, অজু করে ফিরে আসি মসজিদে। ততক্ষণে অনেক ছাত্র জমা হয়ে গিয়েছেন। এই দোয়া চলে ফজরের ইকামত পর্যন্ত। ইকামতের আগে অন্যান্যদের মত আমিও সুন্নাত আদায় করে নেই।

এই দোয়াগুলি ছিল আমার দুঃসময়ের সঙ্গী। এখনো আমার দুঃসময় কাটেনি। তবে এখন এগুলিই আমার সব সময়ের সঙ্গী, আমার নীরব মুহূর্তের সাক্ষী।

অনুবাদ সহ দোয়াগুলি নীরব সময়ে বুঝে বুঝে পড়ুন, আপনিও হারিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ।

-মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

﴿وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ [1]

ইস্তেগফারের ফজীলত

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [2]

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য। যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান।'

---

[1] سورة النمل ، آية 30

[2] سورة آل عمران 133-136

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾[3]

‘বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।’

﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [4]

‘আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।’

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارً﴾[5]

‘অতঃপর বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।’

---

[3] سورة الزمر 53-54
[4] سورة التوبة 102
[5] سورة نوح 10-12

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾[6]

'কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।'

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ[7]

'যে ব্যক্তি সবসময় ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে বের হয়ে আসার পথ খুলে দেন এবং প্রত্যেক দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করেন। আর তাকে এমন রিযক দান করেন, যা সে কক্ষনো ভাবতেও পারেনি।'

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ[8]

'যে সত্তার হাতে আমার জীবন, আমি তার কসম করে বলছি, তোমরা যদি পাপ না করতে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে এমন সম্প্রদায় বানাতেন যারা পাপ করে ক্ষমা চাইতো এবং তিনি তাদের মাফ করে দিতেন।,,

---

[6] سورة الفرقان 70-71

[7] مشكاة المصابيح 2339 وقال: رَوَاهُ أحمدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه ، ضعيف

[8] صحيح مسلم 2749

إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ :فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي [9] صحيح

'ইবলিস তার রবকে বলেছে: আপনার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম, আমি বনি আদমকে ভ্রষ্ট করতেই থাকব যতক্ষণ তাদের মধ্যে রূহ থাকে। এরপর তাকে তার রব বলেছেন, আমার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম, আমি তাদের ক্ষমা করতে থাকব যতক্ষণ তারা আমার নিকট ইস্তেগফার করে।'

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺقَالَ " كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ فَقَالَ لاَ . فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ . فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ . وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ . فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ " . قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِهِ [10]

আবূ সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের আগেকার লোকদের মধ্যে এক লোক ছিল। সে নিরানব্বই জন লোককে

---

[9] مجمع الزوائد 17573 وقال: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَقَالَ : لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ .وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَحَدُ إِسْنَادَيْ أَحْمَدَ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَكَذَلِكَ أَحَدُ إِسْنَادَيْ أَبِي يَعْلَى

[10] صحيح مسلم 2766

হত্যা করেছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, এ দুনিয়াতে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান লোক কে? তাকে এক আলিম দেখিয়ে দেয়া হয়। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় তার জন্য কি তওবা আছে? আলিম বলল, না। তখন সে আলিমকেও হত্যা করে ফেলল। এরপর সে আলিমকে হত্যা করে একশ' সম্পূর্ণ করল। অতঃপর সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, এ দুনিয়াতে সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তখন তাকে জনৈক 'আলিম লোকের সন্ধান দেয়া হলো। সে 'আলিমকে বলল যে, সে একশ' ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, তার জন্য কি তওবা আছে? আলিম লোক বললেন, হ্যাঁ। এমন কে আছে যে ব্যক্তি তার মাঝে ও তার তাওবার মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন আছে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত হও। নিজের ভূমিতে আর কক্ষনো প্রত্যাবর্তন করো না। কেননা এ দেশটি ভয়ঙ্কর খারাপ।

তারপর সে চলতে লাগল। এমনকি যখন সে মাঝপথে পৌঁছালো, তখন তার মৃত্যু আসলো। এবার রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে তার ব্যাপারে বাক-বিতণ্ডা দেখা গেল। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, সে আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাওবার উদ্দেশে এসেছে। আর আযাবের ফেরেশতারা বললেন, সে তো কক্ষনো কোন সৎ কাজ করেনি। এমতাবস্থায় মানুষের আকৃতিতে এক ফেরেশতা আসলেন। তারা তাকে তাদের মাঝে মধ্যস্থতা বানালেন। তিনি উভয়কে বললেন, তোমরা উভয় স্থান পরিমাপ কর (নিজ ভূখণ্ড ও যাত্রাকৃত ভূখণ্ড)। এ দুটি ভূখণ্ডের মধ্যে যেটা কাছাকাছি হবে, সে অনুযায়ী তার ফায়সালা হবে। তারপর উভয়ে পরিমাপ করে দেখলেন যে, সে ঐ ভূখণ্ডেরই বেশি নিকটবর্তী যেখানে পৌঁছার জন্যে সংকল্প করেছে। অতঃপর

রহমতের ফেরেশতা তার রূহ কবয করে নিলেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসান (রহঃ) বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তার মৃত্যু এলো, তখন সে বুকের উপর ভর দিয়ে কিছু এগিয়ে গেল।

দোয়ার গুরুত্ব ও ফজীলত

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾[11]

‘আর আমার বান্দা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে; আমি তো কাছেই আছি। আমি দোয়া কবুল করি, যখন সে আমার কাছে দোয়া করে।’

﴿وقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾[12]

‘তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾[13]

‘আর তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো বিনীতভাবে ও নীরবে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।’

﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾[14]

‘তোমরা ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহকে ডাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

[11] سورة الثقرة 186
[12] سورة غافر 60
[13] سورة الأعراف 55
[14] سورة الأعراف 56

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾[15]

'কে আছে অসহায় ও বিপন্নের ডাকে সাড়া দেয়, যখন সে ডাকে এবং কষ্ট ও বিপদ দূরীভূত করে দেয়?'

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ[16]

আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামআল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: ‘‘হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয় আমি আমার ওপর যুলম হারাম করেছি, আমি তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি অতএব তোমরা যুলম কর না। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হিদায়েত দেই, সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই গোমরাহ। অতএব আমার কাছে হিদায়েত তলব কর, আমি তোমাদেরকে হিদায়েত দিব। হে

---

[15] سورة النمل 62

[16] صحيح مسلم 2577 كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم

আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দেই, সে ছাড়া তোমরা সকলে ক্ষুধার্ত। অতএব আমার নিকট খাদ্য তলব কর, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দিব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে বস্ত্র দান করি, সে ছাড়া তোমরা সকলে বিবস্ত্র। অতএব আমার নিকট বস্ত্র তালাশ কর, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত ও দিনে ভুল কর, আমি তোমাদের সকল পাপ মোচন করি, অতএব আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যে আমার ক্ষতি করবে। আর না তোমরা আমার উপকার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে, যে আমার উপকার করবে। যদি তোমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী পুরুষ এবং মানুষ ও জিন সকলে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নেককার ব্যক্তির মত হয়ে যাও, তাও আমার রাজত্ব সামান্য বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী পুরুষ এবং মানুষ ও জিন সকলে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোকের মত হয়ে যাও, তাও আমার রাজত্ব সামান্য হ্রাস করবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী পুরুষ এবং মানুষ ও জিন এক ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে, অতঃপর আমি প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করি, তাও আমার নিকট যা রয়েছে তা হ্রাস করতে পারবে না, তবে সুঁই যে পরিমাণ পানি হ্রাস করে, যখন তা সমুদ্রে প্রবেশ করানো হয়। হে আমার বান্দাগণ! এ তো তোমাদের আমল যা আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করি, অতঃপর তোমাদের তা পূর্ণ করে দেব। অতএব যে ভাল কিছু পেল সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, যে অন্য কিছু পেল সে যেন নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষারোপ না করে।”

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ[17] ، حَسَنٌ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, তিনি তার উপর রাগান্বিত হন।'

قَالَ الْقَارِيُ: لِأَنَّ تَرْكَ السُّؤَالِ تَكَبُّرٌ وَاسْتِغْنَاءٌ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ . وَالْمُرَادُ بِالْغَضَبِ إِرَادَةُ إِيصَالِ الْعُقُوبَةِ، وَنِعْمَ مَا قِيلَ: اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ ... وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, প্রার্থনা করা বাদ দেওয়ার অর্থ অহংকার দেখানো এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করা। এটা একজন বান্দার পক্ষে বৈধ নয়। আর ক্রোধ এর অর্থ শাস্তি দেয়ার মনোভাব। কত সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে না চাইলে আল্লাহ রাগ করেন। কিন্তু আদম সন্তানের কাছে চাইলেই তারা রাগ করে।'

قَالَ الطِّيبِيُّ: وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ مِنْ فَضْلِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَبْغَضُهُ، وَالْمَبْغُوضُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ لَا مَحَالَةَ[18]

তিবি বলেন, 'এর কারণ হলো আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন মানুষ তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করুক। যে আল্লাহর কাছে কোন কিছু চায় না, আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না। আর যাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না, সে অবশ্যই আল্লাহর ক্রোধ নিপতিত।'

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺقَالَ " :مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ :إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا "قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ " :اللهُ أَكْثَرُ[19]، إِسْنَادُه جَيِّدٌ

---

[17] سنن الترمذي 3373

[18] مرقاة المفاتيح ج 4 ص 530 شرح حديث 2238

[19] مسند أحمد 11133 وقال الأرناؤوط: إسناده جيد ، وأخرجه البزار (3144) (زوائد) من طريق أبي عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 201/10، وعبد بن حميد في "المنتخب" (937) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (710) ، والبيهقي في "الشعب" (1130) ، وابن عبد البر في "التمهيد"

আবু সাঈদ অল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘একজন মুসলমান যখন দোয়া করে এবং তাতে কোনো পাপ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় না থাকে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে সেটা তিনটি উপায়ের যেকোনো একটি উপায়ে দান করেন: হয় তার দোয়াটি তখনই কবুল হয় অথবা আখিরাতের জন্য জমা রাখা হয় অথবা অনুরূপ একটি খারাপ বিষয়কে তার কাছ থেকে দূর করে দেয়া হয়।’ সাহাবীরা বললেন, আমরা যদি বেশি বেশি দোয়া করি? তিনি বললেন, ‘আল্লাহ আরও বেশি (দিতে পারেন)।’ হাদীসটির সনদ উত্তম।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ "[20]

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের দু’আ কর। কারন আল্লাহ তা’আলা তাঁর কাছে প্রার্থনা করা ভালবাসেন। সর্বোত্তম ইবাদত হল (ধৈর্য ধরে) বিপদ মুক্তির অপেক্ষা করা।’

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺقَالَ : الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ [21]

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ইবাদতের সারবস্ত দু’আ।’

344/5 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وأخرجه أبو يعلى (1019) ، وأبو نعيم في "الحلية" 311/6

[20] سنن الترمذي 3571 ضعيف له شواهد

[21] سنن الترمذي 3371 وقال حديث غريب

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺقَالَ " الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ " . ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [22] حَسَنٌ صَحِيْحٌ

নু'মান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'আ হল ইবাদত। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:

﴿وقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

'তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا - أَوْ قَالَ خَائِبَتَيْنِ [23] صحيح

'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, দানশীল। তাঁর কোন বান্দা যখন নিজের দু'হাত তুলে তাঁর নিকট দোয়া করে তখন তিনি তার শূন্যহাত বা তাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ [24] صحيح

---

[22] سنن الترمذي 3372

[23] سنن الترمذي 3556 ، سنن ابن ماجه 3865

[24] سنن الترمذي 2516

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘একদিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে (আরোহী) ছিলাম। তিনি বললেন, ‘ওহে বালক, আমি তোমাকে কিছু কালেমা শিখিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে। তিনি তোমার হিফাযত করবেন; আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে, তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাবে তখন আল্লাহর কাছেই চাবে, যখন সাহায্য চাবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাবে। জেনে রাখ, সমস্ত উম্মতও যদি তোমার উপকার করতে একত্রিত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ যা তোমার তকদীরে লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া কোন উপকার তারা তোমার করতে পারবে না। আর সব উম্মত যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে একত্রিত হয়ে যায়, তবে তোমার তাকদীরে আল্লাহ তাআলা যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া তোমার কোন ক্ষতি তারা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।’

দোয়া কবুলের সময় — سَاعَاتُ الإِجَابَةِ:

রাতের শেষ ভাগে — حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ[25]

আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে

[25] صحيح البخاري 1145 ، صحيح مسلم 758

থাকেন, কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।'

দُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ: ফরজ সালাতের পর

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ،[26] هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন দু'আ বেশী কবুল হয়? তিনি বললেন, 'শেষ রাতের মাঝে আর ফরয সালাতের পরে।'

بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ: আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ[27] صحيح

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ রদ হয় না।'

فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ: জুমু'আহর দিনে সে মুহূর্তটিতে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ، لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ، وَقَالَ بِيَدِهِ، قُلْنَا :يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا[28]

আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জুমু'আহর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি সে মুহূর্তটিতে কোন মুসলিম দাঁড়িয়ে

---

[26] سنن الترمذي 3499
[27] سنن الترمذي 3595
[28] صحيح البخاري 6400 ، 5294 ، 935 / صحيح مسلم 852

সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণের জন্য দু‘আ করলে তা আল্লাহ তাকে দান করবেন। তিনি এ হাদীস বর্ণনার সময় আপন হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলে আমরা বললাম (বুঝলাম) যে, মুহূর্তটির সময় খুবই স্বল্প।’

وَهُوَ سَاجِدٌ: সিজদায়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ[29]

আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সিজদার অবস্থায়ই বান্দা তার রবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অতএব, তোমরা (সিজদায়) অধিক পরিমাণ দু'আ পড়বে।’

عِنْدَ شُرْبِ زَمْزَمَ: যমযমের পানি পান করার সময়

" مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ[30] صحيح

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ ‘যমযমের পানি যে উপকার লাভের আশায় পান করা হবে, তা অর্জিত হবে।’

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ: মোরগের ডাক শুনে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا[31]

আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন তোমরা মোরগের ডাক

---

[29] صحيح مسلم 482

[30] سنن ابن ماجه 3062

[31] صحيح البخاري 3303 ، صحيح مسلم 2729

শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে দু‘আ কর। কেননা এ মোরগ ফিরিশতাদের দেখে। আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে, তখন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।’

عِنْدَ الدُّعَاءِ بِدَعْوَةِ ذِيْ النُّوْنِ: ইউনুসের দোয়ায়

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ[32]

সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যুননুন (মাছ ওয়ালা) ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে দু'আ করেছিলেন, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন। কোন মুসলিম যখনই এই দু'আ করে, আল্লাহ্ অবশ্যই তার দু'আ কবুল করে থাকেন।’

عِنْدَ المُصِيْبَةِ بِدُعَاءِ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا: মুসীবতের সময় এই দোয়া পড়লে

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺتَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺيَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا " . قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺفَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[33]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ

[32] سنن الترمذي 3505
[33] صحيح مسلم 918

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো মুসলিমের ওপর মুসীবাত আসলে যদি সে বলে, আল্লাহ যা হুকুম করেছেন- إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (অর্থাৎ- আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং তারই কাছে ফিরে যাব) বলে এবং এ দু'আ পাঠ করে-

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

'হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসীবাতে সাওয়াব দান কর এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর, তবে মহান আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন)।

উম্মু সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর যখন আবূ সালামাহ ইনতিকাল করেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কোন মুসলিম আবূ সালামাহ থেকে উত্তম? তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি হিজরাত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছে গেছেন। এরপরও আমি এ দু'আগুলো পাঠ করলাম। এরপর মহান আল্লাহ আবূ সালামার স্থলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতো স্বামী দান করেছেন। উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের পয়গাম পৌঁছাবার উদ্দেশে হাতিব ইবনু আবূ বালতা'আহকে পাঠালেন। আমি বললাম, আমার একটা কন্যা আছে আর আমার জিদ বেশী। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কন্যা সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব যাতে তিনি তাকে তার কন্যার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন। আর (তার সম্পর্কে) দু'আ করব যেন আল্লাহ তার জিদ দূর করে দেন।

মাইয়্যিতের রুহ্ কবজের সময় عِنْدَ قَبْضِ رُوْحِ المَيِّتِ:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ " . فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ " لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا

تَقُولُونَ " . ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ . وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ [34]

উম্মু সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ সালামাহকে দেখতে এলেন, তখন চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, যখন রূহ কবয করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে। আবূ সালামাহ এর পরিবারের লোকেরা কান্না শুরু করে দিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ভাল কথা ছাড়া কোন খারাপ কিছু বলাবলি করো না। কেননা, তোমরা যা কিছু বল, তার স্বপক্ষে মালায়িকাহ 'আমীন' বলে থাক। এরপর তিনি এভাবে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ আবূ সালামাহ কে ক্ষমা কর এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদাকে উঁচু করে দাও, তুমি তার বংশধরদের অভিভাবক হয়ে যাও। হে রাব্বুল আলামীন তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত কর এবং তা জ্যোতির্ময় করে দাও।"

অসুস্থের পাশে — عِنْدَ الْمَرِيْضِ:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺإِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ " . قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ " قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً " . قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم . [35]

---

[34] صحيح مسلم 920
[35] صحيح مسلم 919

উম্মু সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা পীড়িত ব্যক্তি অথবা মৃত ব্যক্তির নিকট হাজির হও, তখন তার সম্পর্কে ভালো মন্তব্য কর। কেননা তোমরা যেরূপ বল তার ওপর ফেরেশতামণ্ডলী আমীন বলেন। উম্মু সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর যখন আবূ সালামাহ ইনতিকাল করলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবূ সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা ইনতিকাল করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি বল, হে আল্লাহ। আমাকে ও তাকে ক্ষমা কর এবং তার পরে আমাকে উত্তম পরিণাম দান কর"। উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, অতঃপর আমি তা বললাম। আল্লাহ আমাকে তার (আবূ সালামাহ-এর) চেয়ে উত্তম প্রতিদান হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করলেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي . قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي[36]

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ

[36] صحيح مسلم 2569

তা’আলা কিয়ামতের দিনে বলবেন, হে আদম সন্তান। আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমার সেবা শুশ্রূষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি, তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে। হে আদম সন্তান। আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমাকে আহার করাতে পারি? তুমি তো সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান। আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমাকে পান করাব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তা আমার কাছে পেয়ে যেতে।’

মাযলুমের ফরিয়াদ — دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .رضى الله عنهما .أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ " اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ[37]

ইবনু ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মু‘আয রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে

[37] صحيح البخاري 2448 ، 4347 ، 1496 / صحيح مسلم 19

পাঠান, তাকে বলেন, মাযলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ:

মাযলুম, মুসাফির ও সন্তানের পিতা-মাতার দোয়া

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . صلى الله عليه وسلم . " ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ[38] حسن

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তিন ব্যক্তির দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও সন্তানের জন্য পিতার দোয়া।’

দَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِه: সন্তানের বিপক্ষে পিতা-মাতার বদদোয়া

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ[39]

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তিন প্রকারের দুআ অবশ্যই মঞ্জুর করা হয়, তাতে কোনোরকম সন্দেহ নেই। নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের প্রতি বাবার বদ-দুআ।’

দُعَاءُ الْوَلَدِ الصَّالِحِ لِوَالِدَيْهِ: পিতা-মাতার জন্য নেক সন্তানের দোয়া

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺإِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ[40]

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মানুষ মৃত্যুবরণ করলে

---

[38] سنن ابن ماجه 3862 ، حسن
[39] سنن الترمذي 1905
[40] صحيح مسلم 1631

তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া: ১. সদাকাহ জারিয়াহ্ অথবা ২. এমন ইলম, যার দ্বারা উপকার হয় অথবা ৩. পুণ্যবান সন্তান, যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে।

دুপুরের পরে — بَعْدَ الزَّوَالِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ " إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ [41] صحيح

আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চিমে সূর্য হেলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। বলতেন, এটা এমন সময় যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, এই সময়ে আমার একটি নেক আমল উত্থিত হোক তা আমি ভালোবাসি।[42]

রাতে ঘুম থেকে উঠে — عِنْدَ الاسْتِيْقَاظِ مِنْ النَّوْمِ فِيْ اللَّيْلِ:

قَالَ " مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ[43]

উবাদাহ ইবনু সামিত رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে (উপরোক্ত) দু‘আ পড়ে-

---

[41] سنن الترمذي 478

[42] ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যাওয়াল বা সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর-চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। এতে শেষ রাকআত ছাড়া আর কোথাও তিনি সালাম ফিরাতেন না।

[43] صحيح البخاري 1154

‘এক আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় হামদ আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত গুনাহ হতে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই ।’ এরপর বলে, ‘হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন।’’ বা (অন্য কোন) দু‘আ করে, তাঁর দু‘আ কবূল করা হয়। অতঃপর উযূ করে (সালাত আদায় করলে) তার সালাত কবূল করা হয়।

লাইলাতুল ক্বদরেঃ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَىُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ[44]

আয়িশাহ ﵂ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি “লাইলাতুল কদর" জানতে পারি তাহলে সে রাতে কি বলব? তিনি বললেনঃ “তুমি বল, হে আল্লাহ! তুমি সম্মানিত ক্ষমাকারী, তুমি মাফ করতেই পছন্দ কর, অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও।"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ[45]

আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ‘ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে।’

---

[44] سنن الترمذي 3513

[45] صحيح البخاري 1901 ، صحيح مسلم 760

لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ — শবে বরাতে

عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ[46] صَحِيْحٌ رِجَالُه ثِقَاتٌ

মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সৃষ্টির সকলকে ক্ষমা করেন। (হাদিসটি সহিহ, এর রাবীগণ সবাই সিকাহ বা বিশ্বস্ত)

دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ: — আরাফাতের দোয়া

إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ [47]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আরাফাতের দিনের দু'আই উত্তম দুআ। আমি ও আমার আগের নবীগণ যা বলেছিলেন তার মধ্যে সর্বোত্তম কথা- ‘‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব তারই এবং সমস্ত কিছুর উপর তিনি সর্বশক্তিমান’’।

قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ [48]

---

[46] المعجم الكبير للطبراني رقم 215
-المعجم الأوسط رقم 6776
-مجمع الزوائد 12960 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ
-سلسلة الأحاديث الصحيحة 1144 وقال الألباني: حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ ابن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بكر الصديق وعوف ابن مالك وعائشة

[47] الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب فِي دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، حديث 3585

[48] مسلم ، كتاب الحج ، باب فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ ، 1348

'আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আরাফাহ দিবসের তুলনায় এমন কোন দিন নেই- যেদিন আল্লাহ তা'আলা এত সর্বাধিক সংখ্যক লোককে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা নিকটবতী হন, অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে মালায়িকার সামনে গৌরব প্রকাশ করেন এবং বলেন, তারা কী উদ্দেশে সমবেত হয়েছে (বা তারা কী চায়)?'

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ: وأَمَّا وُقُوْفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ يَهْبِطُ إِلى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ، يَقُوْلُ :عِبَادِيْ جَاؤُوْنِي شُعْثًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ، يَرْجُوْنَ جَنَّتِيْ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ، أَوْ كَقَطْرِ المَطَرِ، أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ؛ لَغَفَرْتُهَا. أَفِيْضُوا عِبَادِيْ مَغْفُوْرًا لَّكُمْ، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَه[49]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আর আরাফাতের ময়দানে সন্ধ্যাবেলা তোমার অবস্থান নিয়ে কথা হলো, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হন এবং তোমাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন। বলেন আমার বান্দারা আমার কাছে এসেছে সমস্ত সংকীর্ণ আর প্রশস্ত উপত্যকা থেকে। আমার কাছে তারা জান্নাত আশা করে। তাই তোমাদের পাপ যদি বালুকণার সমপরিমাণ হয় অথবা বৃষ্টির ফোঁটার মতো হয় অথবা সমুদ্রের ফেনার মতো হয়, আমি অবশ্যই সেগুলো ক্ষমা করে দেবো। আমার বান্দারা। তোমরা নিজেরা এবং যাদের জন্য তোমরা সুপারিশ করবে সবাই ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে পড়ো।

وَقَالَ صلى الله عليه وسلم :مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ

---

[49] صحيح الترغيب والترهيب 1131

وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَا أُرِيَ يَوْمَ بَدْرٍ. قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ [50]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আরাফার দিনে যেভাবে শয়তানকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত, বিতাড়িত, ধিকৃত এবং রাগান্বিত অবস্থায় দেখা যায়, তা আর কখনো দেখা যায় না। কারণ সে আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হতে দেখে এবং বিরাট বিরাট গুনাহকে আল্লাহর ক্ষমা করে দিতে দেখে। তবে এভাবে তাকে আরো একদিন দেখানো হয়েছিল। সেটা হলো বদরের দিন। বলা হলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! বদরের দিন সে কী দেখেছিল? তিনি বললেন, 'সেদিন শয়তান দেখেছিল জিবরাইল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সারিবদ্ধ করছেন '

মাহে রামাদ্বানে شَهْرُ رَمَضَانَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ[51]

আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমাযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।

হজ্জ ও উমরায় فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ[52]

---

[50] مؤطأ الإمام مالك مرسلا رقم 245

[51] صحيح البخاري 1901، صحيح مسلم 760

[52] صحيح البخاري 1521

আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে হাজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত রইল, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হাজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ[53]

আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ‘উমরাহ’র পর আর এক ‘উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হাজ্জে মাবরূরের প্রতিদান।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ . صلى الله عليه وسلم . أَنَّهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ [54]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হজ্জযাত্রীগণ ও উমরার যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধিদল। তারা তাঁর নিকট দোয়া করলে তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর নিকট মাফ চাইলে তিনি তাদের ক্ষমা করেন।

প্রিয় নবীজীর জিয়ারতে

فِيْ زِيَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ:

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ

যে আমার কবর জিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে

قَالَ الذَّهَبِيُّ : وَفِي الْبَابِ الأَخْبَارِ اللَّيِّنَةِ مِمَّا يُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضًا، لِأَنَّ مَا فِي رُوَاتِهَا مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْ أَجْوَدِهَا إِسْنَادًا مَا صَحَّ عَنْ

---

[53] صحيح البخاري 1773

[54] سنن ابن ماجه 2892

حَاطِبٍ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" :من زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِيْ[55]

যাহাবি বলেন, এ বিষয়ে একাধিক দুর্বল হাদীস রয়েছে, যা একে অপরকে শক্তিশালী করে। কারণ হলো এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউই এমন নেই, যে মিথ্যার দায়ে দুষ্ট। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত। তবে হাদীসগুলোর মধ্যে সবথেকে উত্তম সনদটি সহীহ সনদে হাতিব থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে আমার মৃত্যুর পর আমাকে জিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে জিয়ারত করল।'

وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ السَّكَنِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَتَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ [56]

ইবনুস সাকান এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং এই হাদিসটি আব্দুল হক ও তকিউদ্দিন সুবকি প্রমুখের কাছেও সহিহ।

নোটঃ কেউ যদি মকবুল সময় দোয়া করার সুযোগ পান, প্রিয় নবীজীর সমস্ত উম্মতের জন্য দোয়া করবেন প্লীজ। আপনার জন্য আমাদের দোয়া, আল্লাহ আপনাকে দুনিয়া আখেরাতে খোশ রাখুন - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

---

[55] تاريخ الإسلام للذهبي ج 11 ص 115
-المقاصد الحسنة ، حديث مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِ 1125 ، أبو الشيخ وابن أبي الدنيا وغيرهما عن ابن عمر، وهو في صحيح ابن خزيمة، وأشار إلى تضعيفه، وهو عند أبي الشيخ والطبراني وابن عدي والدارقطني والبيهقي ولفظهم :كان كمن زارني في حياتي، وضعفه البيهقي، وكذا قال الذهبي :طرقه كلها لينة، لكن يتقوى بعضها ببعض، لأن ما في روايتها متهم بالكذب، قال :ومن أجودها إسنادا حديث حاطب: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. أخرجه ابن عساكر وغيره
-تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ، مرتضى الزبيدي ، رقم 4030
-كشف الخفاء للعجلوني حديث 2489
-فيض القدير للمناوي رقم 8715
-الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة رقم 408
-الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 489

[56] نيل الأوطار للشوكاني ج 5 ص 114 كتاب المناسك أبواب دخول مكة وما يتعلق به باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم

আল-ক্বুরআনুল কারীম থেকে

১. সূরা ফাতিহা [57]

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ(7) ﴾

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে

---

[57] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (صحيح مسلم 395)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য); আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু); আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুনাবলী বর্ণনা করেছে, গুণগান করেছে। অতঃপর সে যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (কর্মফল দিবসের মালিক), তিনি বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। আর কখনো বলেছেন, আমার বান্দা (তার সব কাজ) আমার উপর সোপর্দ করেছে। সে যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি); তিনি বলেন- এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। যখন সে বলে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, যারা ক্রোধ নিপতিত নয়, পথভ্রষ্টও নয়); তখন তিনি বলেন, এটা কেবল আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায় তা সে পাবে।

সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। [সুরা বাকারা ২:১২৭]

৩

﴿وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

আমাদের ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। [58]

৪

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

'হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।' [সুরা বাকারা ২:২০১]

৫

﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾[59]

'আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

৬

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

'হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা!

[58] সুরা বাকারা ২:১২৮

[59] সুরা বাকারা ২:২৮৫

এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর।’[60]

৭

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

‘হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা।’ [সূরা আলে ইমরান ৮]

৮

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।’ [সুরা আলে ইমরান ৩:১৬]

৯

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

‘হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুতঃপবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী ‘ (৩:৩৮)

১০

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

---

[60] বাকারা ২৮৬

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।’ [সুরা আলে ইমরান ৩:৫৩]

১১

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

‘হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর। [সুরা ইমরান ৩:১৪৭]

১২

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

‘পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।
হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে সবসময়ে অপমানিত করলে; আর জালেমদের জন্যে তো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দুর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের

পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।' [সুরা আলে ইমরান ৩: ১৯১-১৯৪]

১৩

﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾[61]

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।'

১৪

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।' [সুরা আরাফ ৭:২৩]

১৫

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেমদের সাথী করো না'। [সুরা আরাফ ৭:৪৭]

১৬

﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾

'তুমি যে আমাদের রক্ষক-সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুণা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী। আর পৃথিবীতে এবং আখেরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও।' [সুরা আরাফ ৭: ১৫৫, ১৫৬]

---

[61] মাইদাহ ৮৩

১৭

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾

'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।' [সুরা তাওবা ৯:১২৯]

১৮

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এ জালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না। আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই কাফেরদের কবল থেকে।' [সুরা ইউনুস ১০: ৮৫, ৮৬]

১৯

﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

'হে আমার পালনকর্তা আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।' [সুরা হুদ ১১:৪৭]

২০

﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾

'হে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। - ইউসুফ ১০১

২১

﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

'হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।' [62]

২২

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া।' [সুরা ইবরাহীম ১৪:৪০]

২৩

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।'

২৪

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন।' [সুরা কাহফ ১৮:১০]

২৫

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾

'হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' [ত্বা-হা ২০: ২৫-২৮]

২৬

﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

[62] সুরা ইবরাহীম ১৪:৩৫

‘হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।’ [ত্বা-হা ২০:১১৪]

২৭

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

‘তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।’[63]

২৮

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾

‘হে আমার পালনকর্তা আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস।’ [সুরা আম্বিয়া ২১:৮৯]

২৯

﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾

‘হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’[64]

৩০

﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ [সুরা মু’মিনুন ২৩:১০৯]

৩১

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

‘হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।’ [সুরা মু’মিনুন ২৩:১১৮]

---

[63] সুরা আম্বিয়া ২১:৮৭

[64] সুরা মু’মিনুন ২৩: ৯৭-৯৮

৩২

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾

'হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ।'

৩৩

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর'। [সুরা ফুরকান ২৫:৭৪]

৩৪

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত কর এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। এবং আমাকে নেয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর।' [সুরা শু'য়ারা ২৬:৮৩-৮৫]

৩৫

﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾

'এবং পূনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না; কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।' [65]

৩৬

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾

---

[65] সুরা শু'য়ারা ২৬: ৮৭-৮৯

'হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।' [সুরা নামল ২৭:১৯]

৩৭

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

'হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সুরা কাসাস ২৮:১৬]

৩৮

﴿رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।' [সুরা কাসাস ২৮:২১]

৩৯

﴿رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

'আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন।' [সুরা কাসাস ২৮:২২]

৪০

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾

'হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।' [সুরা কাসাস ২৮:২৪]

৪১

﴿رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾

'হে আমার পালনকর্তা, দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।' [সুরা আনকাবুত ২৯:৩০]

৪২

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

'হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে এক সৎপুত্র দান কর।' [সুরা সাফফাত ৩৭:১০০]

৪৩

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।' [সুরা আহক্বাফ ৪৬:১৫]

৪৪

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।' [সুরা হাশর ৫৯:১০]

৪৫

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।’ [সুরা মুমতাহিনা ৬০:৪]

৪৬

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ [সুরা মুমতাহিনা ৬০:৫]

৪৭

﴿رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান।’ [সুরা তাহরীম ৬৬:৮]

৪৮

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

‘হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে , যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে-তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন।’ [সুরা নূহ ৭১:২৮]

হাদীস শরীফ থেকে

১

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ " قَالَ : وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ[66]

'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছি, তা পূরণ করার চেষ্টায় রত আছি। আমি আমার কর্মের অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাই, আমি স্বীকার করছি আমার প্রতি তোমার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা এবং আমি আরো স্বীকার করছি, আমার পাপে আমি অপরাধী, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই।'

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে যে এটা দিনে বলবে, সে সেদিন সন্ধ্যার আগে মারা গেলে জান্নাতবাসী হবে। আবার যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে রাতে বলবে, সে ভোর হবার আগে মারা গেলে জান্নাতবাসী হবে।'

[66] صحيح البخاري 6306، 6323 / سنن الترمذي 3393 / سنن النسائي 5522 / مسند أحمد 17111 ، 17130 ، 17131 : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ:

২

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ [67]

'হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজ আত্মার উপর বড়ই অত্যাচার করেছি, গুনাহ মাফকারী একমাত্র তুমিই; অতএব তুমি নিজ থেকে আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল দয়ালু।'

৩

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [68]

আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ্! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল বাড়াবাড়ি এবং আমার যেসব গুনাহ আপনি আমার চেয়ে অধিক জানেন। হে আল্লাহ্! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ত্রুটি, আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ ও আমার অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গুনাহ আর এ রকম গুনাহ যা আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন যেসব গুনাহ আমি আগে-পরে করেছি, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে করেছি। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পশ্চাদবর্তী করেন এবং আপনিই সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

[67] صحيح البخاري 834 ، 6326 ، 7388 / صحيح مسلم 2705 / سنن الترمذي 3531 / سنن النسائي 1302 / سنن ابن ماجه 3835 / مسند أحمد 8 ، 28 : عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ " :قُلْ:

[68] صحيح البخاري 6398 ، صحيح مسلم 2719 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ :

8

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ [69]

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাজদায় গিয়ে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমার সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। কম এবং বেশি, প্রথম এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং গোপনীয়।"

৫

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ[70]

'হে আল্লাহ্! আমি দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' [71]

৬

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا - [72]- وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ[73]

'হে আল্লাহ্! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি কাপুরুষতা হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি অবহেলিত বার্ধ্যক্যে উপনীত হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আর আমি দুনিয়ার ফিত্না অর্থাৎ দাজ্জালের ফিত্না থেকেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমি কবরের আযাব হতেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

---

[69] صحيح مسلم 483 : كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ

[70] صحيح البخاري 6369 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

[71] সাহাবী বলেনঃ যখনই কোন বিপদ দেখা দিত, তখন আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম কে অধিক করে এ দু'আ পড়তে শুনতাম

[72] يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ

[73] صحيح البخاري 6365

৭

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالهَرَمِ، وَالمَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ[74]

আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন : হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাছি অলসতা, অতিশয় বার্ধক্য, গুনাহ আর ঋণ থেকে, আর কবরের ফিত্না এবং কবরের শাস্তি হতে। আর জাহান্নামের ফিত্না এবং এর শাস্তি থেকে, আর ধনশালী হবার পরীক্ষার খারাপ পরিণতি থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে। আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি মসীহ দাজ্জালের ফিত্না হতে। হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ-এর দাগগুলো থেকে আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিন এবং আমার অন্তরকে সমস্ত গুনাহ এর ময়লা থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে আপনি শুভ্র বস্ত্রকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে থাকেন। আর আমার ও আমার গুনাহগুলোর মধ্যে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যতটা দূরত্ব আপনি দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

৮

اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ،

[74] صحيح البخاري 6368 / صحيح مسلم 589

وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ[75]

"হে আল্লাহ! আপনি আকাশমণ্ডলী, জামিন ও মহান আরশের রব। আমাদের রব ও সব কিছুর পালনকর্তা। আপনি শস্য ও বীজের সৃষ্টিকর্তা, আপনি তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআনের অবতীর্ণকারী। আমি আপনার নিকট সকল বিষয়ের খারাবী হতে আশ্রয় চাই। আপনিই একমাত্র সব বিষয়ের পরিচর্যাকারী। হে আল্লাহ! আপনিই শুরু, আপনার আগে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে কোন কিছু নেই। আপনিই প্রকাশ, আপনার উর্ধ্বে কেউ নেই। আপনিই বাতিন, আপনার অগোচরে কিছু নেই। আমাদের ঋণকে আদায় করে দিন এবং অভাব থেকে আমাদেরকে সচ্ছলতা দিন।"

৯

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ[76]

"হে আল্লাহ! আপনার নিকট সেসব কর্মের খারাবী থেকে আশ্রয় চাই, যা আমি করেছি এবং তা থেকেও, যা আমি করিনি।"

১০

اللهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ[77]

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীন পরিশুদ্ধ করে দিন, যে দীনই আমার নিরাপত্তা। আপনি শুদ্ধ করে দিন আমার দুনিয়াকে, যেথায় আমার জীবনোপকরণ রয়েছে। আপনি সংশোধন করে দিন আমার

---

[75] صحيح مسلم 2713
[76] صحيح مسلم 2716
[77] صحيح مسلم 2720

আখিরাতকে, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আপনি আমার আয়ূষ্কালকে বৃদ্ধি করে দিন প্রত্যেকটি ভালো কর্মের জন্য এবং আপনি আমার মরণকে বিশ্রামাগার বানিয়ে দিন সর্বপ্রকার খারাবী হতে।"

১১

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى[78]

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পথনির্দেশ, আল্লাহভীতি, চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও সচ্ছলতার জন্য দু'আ করছি।"

১২

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ، الْقَبْرِ اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا[79]

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই অপরাগতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের শাস্তি থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে পরহেযগারিতা দান করুন এবং একে সংশোধন করে দিন। আপনি একমাত্র সর্বোত্তম সংশোধনকারী এবং আপনিই একমাত্র তার মালিক ও আশ্রয়স্থল। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই এমন 'ইল্‌ম হতে যা কোন উপকারে আসবে না ও এমন অন্তঃকরণ থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না; এমন আত্মা থেকে যা কখনও তৃপ্ত হয় না। আর এমন দু'আ থেকে যা কবূল হয় না।"

---

[78] صحيح مسلم 2721

[79] صحيح مسلم 2722

১৩

اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ[80]

ইবনু ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেনঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি, আপনার প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আপনার উপরই ভরসা করেছি, আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি এবং আপনার সহযোগিতায়ই শত্রুদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছি। হে আল্লাহ! আপনার সম্মানের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি ছাড়া কোন মু‘বূদ নেই। আপনি আমাকে বিভ্রান্তির পথ থেকে বাঁচান। আপনি চিরঞ্জীব সত্তা, যার মৃত্যু নেই। আর জিন্ জাতি ও মানব জাতি মারা যাবে।”

১৪

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ[81]

ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুআর মধ্যে একটি ছিল এই যে, “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি‘আমাত দূর হয়ে যাওয়া হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তি আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে।”

১৫

اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ[82]

---

[80] صحيح مسلم 2717
[81] صحيح مسلم 2739
[82] صحيح مسلم 2654

“কলবসমূহের পরিচালক হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কলবসমূহকে তোমার বশ্যতার উপর স্থির রাখুন।”

১৬

اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ[83]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, রাতে যখন তিনি সালাত আদায় করতে উঠতেন তখন এ দু’আটি পড়ে সালাত শুরু করতেন, হে আল্লাহ্! জিব্‌রীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী। তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে তুমিই সেগুলোর ফায়সালা করবে। সত্য ও ন্যায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে পথ দেখাও। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সরল-সহজ পথ দেখিয়ে থাকো ।

১৭

اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ[84]

“হে আল্লাহ্! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। তোমার শাস্তি থেকে তোমার শান্তি ও স্বস্তির আশ্রয় চাই। আমি তোমার নিকট তোমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার প্রশংসার হিসাব করা আমার সম্ভব না। তুমি নিজে তোমার যেরূপ প্রশংসা বর্ণনা করেছ, তুমি ঠিক তদ্রূপ”[85]

---

[83] صحيح مسلم 770

[84] صحيح مسلم 486

[85] আম্মাজান বলেন আমি এক রাতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খোঁজ করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাত তাঁর উভয়

১৮

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ[86]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘হে আল্লাহ। আমি বালা মুসীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া, ভাগ্যের অশুভ পরিণতি এবং দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।’

১৯

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا[87]

"হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে, আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে-বামে, আমার উপর-নীচে, আমার সামনে-পেছনে, আমার জন্য নূর দান করুন।”

হে আল্লাহ ! তুমি আমার হৃদয়ে আলো দান কর, আমার চোখে আলো দান কর, আমার কানে বা শ্রবণ শক্তিতে আলো দান কর। আমার ডান দিকে আলো দান কর, আমার বাঁ দিকে আলো দান কর, আমার উপর দিকে আলো দান কর, আমার নীচের দিকে আলো দান কর, আমার সামনে আলো দান কর, আমার পিছনে আলো দান কর এবং আমার আলোকে বিশাল করে দাও।[88]

পায়ের তালুতে গিয়ে ঠেকল। তিনি সাজদায় ছিলেন এবং তাঁর পা দু’টো দাঁড় করানো ছিল। এ অবস্তায় তিনি এই দোয়া বলেছেন

[86] صحيح البخاري 6437

[87] صحيح البخاري 6316

[88] বর্ণনাকারী কুরায়ব বলেছেনঃ তিনি এরূপ আরো সাতটি কথা বলেছিলেন যা আমি ভূলে গিয়েছি। হাদীসের বর্ণনাকারী সালামাহ্ ইবনু কুহায়ল বলেনঃ এরপর আমি ‘আব্বাস (রাঃ) এর এক পুত্রের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি ঐগুলো (অবশিষ্ট সাতটি) আমার কাছে বর্ণনা করলেন। তাতে তিনি উল্লেখ করলেন : আমার স্নায়ুতন্ত্রীসমূহে, আমার শরীরের গোশতে , আমার রক্তে, আমার চুলে এবং আমার গাত্রচর্মে আলো দান কর। এছাড়াও তিনি আরো দুটি বিষয় উল্লেখ করে বললেনঃ এ দুটিতে তিনি আলো চেয়েছেন।

২০

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا[89]

আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এই দু’আ শিখিয়েছেন : “হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ ভিক্ষা করছি, যা তাড়াতাড়ি আসে, যা দেরিতে আসে, যা জানা আছে, যা জানা নেই। আর আমি যাবতীয় মন্দ হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি - যা তাড়াতাড়ি আগমনকারী আর যা দেরিতে আগমনকারী আর যা আমি জানি আর যা আমি অবগত নই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকটে ঐ মঙ্গলই চাচ্ছি যা চেয়েছেন – তোমার (নেক) বান্দা ও তোমার নাবী, আর তোমার কাছে ঐ মন্দ বস্তু থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা হতে তোমার বান্দা ও নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানাহ চেয়েছেন। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি জাহান্নাম হতে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ হতেও পানাহ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার জন্য যেসব ফায়সালা করে রেখেছ তা আমার জন্য কল্যাণকর করে দাও”

[89] سنن ابن ماجه 3846

২১

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ[90]

হে আল্লাহ! আমি তোমার গায়বের ‘ইলম ও সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে ততদিন জীবিত রাখবে, যতদিন আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করবে। আর আমাকে মৃত্যুদান করবে, যখন তুমি মৃত্যুকে আমার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করবে। হে আল্লাহ! আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে যেন তোমাকে ভয় করি, তোমার কাছে সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট অবস্থায় সত্য বলার সাহস চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে স্বচ্ছলতা ও অভাবে মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাওফীক চাই। তোমার নিকট চাই এমন নিয়ামত যা কক্ষনো নিঃশেষ হবে না। আমি তোমার কাছে আরো চাই চোখ জুড়াবার বিষয়, যা কক্ষনো বন্ধ হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার হুকুমের উপর পরিতুষ্ট থাকতে চাই। তোমার কাছে চাই মৃত্যুর পরের উত্তম জীবন। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (জান্নাতে) তোমার প্রতি দৃষ্টি দেবার স্বাদ গ্রহণ করতে চাই এবং ক্ষতিকর কষ্ট ও পথভ্রষ্টকারীর ফাসাদে পড়া ছাড়া তোমার সাক্ষাতের আশা-আকাঙ্ক্ষা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের বলে বলীয়ান করো আর হিদায়াতপ্রাপ্ত ও হিদায়াত প্রদর্শনকারী করো।

[90] سنن النسائي 1305

২২

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي[91]

জুবাইর ইবনু আবূ সুলাইমান, ইবনু জুবাইর ইবনু মুতইম রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্র থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এ দু’আগুলো পড়া ছেড়ে দিতেন নাঃ “হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ্! আপনি আমার দোষত্রুটিগুলো ঢেকে রাখুন এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ হতে আমাকে নিরাপদ রাখুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে হিফাযাত করুন আমার সম্মুখ হতে, আমার পিছন দিক হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম দিক হতে এবং আমার উপর দিক হতে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার মর্যাদার ওয়াসিলায় মাটিতে ধ্বসে যাওয়া হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি।”

২৩

اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ[92]

আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ

---

[91] سنن أبي داود 5074

[92] سنن الترمذي 3392

তিনি বলেন, আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছুর হুকুম দিন যা আমি সকালে ও বিকেলে উপনীত হয়ে বলতে পারি। তিনি বললেনঃ তুমি বল, “হে আল্লাহ্! অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাত, আকাশ ও যামীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই। আমি আমার নফসের ক্ষতি হতে এবং শয়তানের ক্ষতি ও শিরকি কার্যকালাপ হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি এই দু’আ সকালে, বিকেলে ও শয্যা গ্রহণকালে পাঠ করবে।

২৪

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ , وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ , وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ , وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا , وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ[93]

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাজের স্থায়িত্ব ও সৎপথে দৃঢ় থাকার আবেদন জানাচ্ছি। তোমার নি‘আমাতের শুক্‌র ও তোমার ‘ইবাদাত উত্তমভাবে করার শক্তির জন্যও আমি তোমার কাছে দু‘আ করছি। সরল মন ও সত্য কথা বলার জন্যও আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যা ভালো বলে জান। আমি তোমার কাছে ঐসব হতে পানাহ চাই, যা তুমি আমার জন্য মন্দ বলে জানো। সর্বশেষ আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই আমার সে সকল অপরাধের জন্য যা তুমি জানো। নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।’

[93] المعجم الكبير للطبراني 7135

২৫

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ[94]

"হে আল্লাহ! তোমার হালালের মাধ্যমে আমাকে তোমার হারাম হতে বিরত রাখ বা দূরে রাখ এবং তোমার দয়ায় তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে আত্মনির্ভরশীল কর"।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'একটি চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার নিকটে এসে বলল, আমার চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে আমি অপারগ হয়ে পড়েছি। আমাকে আপনি সহযোগিতা করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কি এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিব না যা আমাকে রাসূলুল্লাহ শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর সীর (সাবীর) পর্বত পরিমাণ ঋণও থাকে তবে আল্লাহ তাআলা তোমাকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বললেন, তুমি বল, 'হে আল্লাহ আপনার দেয়া হালালের মাধ্যমে আমাকে হারাম থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে অন্য কারও অনুগ্রহ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।'

২৬

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ[95]

"হে আল্লাহ! আমার দেহ সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখুন আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে। হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখুন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই।"

---

[94] سنن الترمذي 3563
[95] سنن أبي داود 5090

"হে আল্লাহ! আপনার নিকট কুফরী ও দরিদ্রতা হতে আশ্রয় চাইছি। হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাইছি, আপনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই।"[96]

২৭

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي[97]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুআ করতেন এবং বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে সহযোগিতা কর এবং আমার বিরুদ্ধে (কাউকে) সহযোগিতা করো না, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না, আমার জন্য পরিকল্পনা এঁটে দাও এবং আমার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা এঁটো না, আমাকে হিদায়াত দান কর, আমার জন্য হিদায়াতের পথ সহজসাধ্য কর এবং যে লোক আমার উপর যুলম ও সীমালঙ্ঘন করে, তার বিরুদ্ধে আমাকে সহযোগিতা কর। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দা কর, তোমার জন্য অধিক যিকরকারী, তোমাকে বেশি ভয়কারী, তোমার অনেক আনুগত্যকারী, তোমার কাছে অনুনয়-বিনয়কারী ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী কর। হে আমার প্রভু! আমার তাওবাহ কবূল কর, আমার সকল গুনাহ ধুয়ে-মুছে ফেল, আমার দুআ কবূল কর, আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ বহাল কর, আমার যবানকে দৃঢ় কর, আমার অন্তরে হিদায়াত দান কর এবং আমার বুক হতে সমস্ত হিংসা দূর কর"।

[96] তিনি এ দু'আ সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিনবার করে বলতেন।

[97] سنن الترمذي 3551

২৮

اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اللهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اللهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ، اللهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ، وَالْفُسُوقَ، وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ، اللهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ[98]

হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রসারিত করে দাও তা কেউ সংকীর্ণ করতে পারে না, আর তুমি যা সংকীর্ণ করে দাও তা কেউ প্রশস্ত করতে পারে না। তুমি যাকে হিদায়াত দান কর তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর তুমি যাকে পথভ্রষ্ট কর তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। তুমি যা দান কর তা কেউ বাধাগ্রস্ত করে পারে না, আর তুমি যা বাধাগ্রস্ত কর তা কেউ দিতে পারে না। তুমি যা নিকটে কর তাকে কেউ দূর করতে পারে না, আর তুমি যা দূর কর তাকে কেউ নিকটে করতে পারে না।

হে আল্লাহ! আমাদের উপর তোমার বরকত, রহমত, ফযল ও রিযিক প্রশস্ত করে দাও। হে আল্লাহ! তোমার নিকট সেই স্থায়ী নিআমত প্রার্থনা করি, যা কখনো পরিবর্তন ও বিলুপ্ত হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি অভাবের দিনে তোমার নিআমত এবং ভয়ের দিনে নিরাপত্তা। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা দিয়েছ আর যা দাওনি, তার অনিষ্ট হতে রক্ষা কর।

[98] مسند الإمام أحمد 15492

হে আল্লাহ! ইমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দাও এবং এর সৌন্দর্যবোধ আমাদের অন্তরে দান কর। আর আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যুদান কর এবং মুসলিম হিসাবে জীবিত রাখ এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত কর। আর কোন অপমান ও ফিতনায় আমাদেরকে পতিত করো না।

হে আল্লাহ! কাফিরদেরকে বিনাশ কর, যারা তোমার রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তোমার পথে বাধা দান করে। তোমার ক্রোধ ও আযাব তাদের উপর আপতিত কর। হে আল্লাহ ঐ সব কাফিরদেরকেও ধ্বংস কর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে। হে সত্য প্রভু! (আমিন)। – মুসনাদে আহমদ

২৯

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ[99]

আবূ হুমাইদ সা'ঈদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ('আঃ)-এর বংশধরদের উপর। আর আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি

[99] صحيح البخاري 3370

বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (‘আঃ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

৩০

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، لَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [100]

ইব্‌নু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রিকালে এ দু’আ করতেন, হে আল্লাহ্! আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমান এবং যমীনের প্রতিপালক! আপনারই সব প্রশংসা। আপনি সমস্ত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যকার সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। আপনারই সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের নূর আপনিই। আপনার বাণীই সত্য। আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। সত্য আপনার মুলাকাত। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। ক্বিয়ামাত সত্য। হে আল্লাহ্! আপনারই প্রতি আমি নিবেদিত। আপনার প্রতিই আমি ঈমান এনেছি। একমাত্র আপনারই ওপর ভরসা করেছি। আপনার কাছে ফিরে এসেছি। আপনারই সাহায্যে দুশমনের মুকাবিলা করেছি। (হক ও বাতিলের ফায়সালা) আপনারই উপর ন্যস্ত করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে মাফ করে দিন, মাফ করে দিন আমার আগের এবং পরের গুনাহ্, যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি

---

[100] صحيح البخاري 1120

এবং আপনি আমার ইলাহ্, আপনি ছাড়া আমার কোন ইলাহ্ নেই। (বুখারী, 1120)

৩১

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَتُلْهِمُنِي بِهَا رَشَدِي وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْعَطَاءِ وَيُرْوَى فِي الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصَّرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ مَا قَصَّرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ سِلْمًا لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الاِسْتِجَابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي عِظَامِي اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِي نُورًا وَأَعْطِنِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ[101]

[101] سنن الترمذي 3419

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন ব্যাকুল হয়ে উঠে দাঁড়াতেন তখন তাকে বলতে শুনেছি,
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার পক্ষ থেকে রহমত যাঞ্চা করি, যা দ্বারা হেদায়ত করবে তুমি আমার হৃদয়কে, একত্রিত করবে আমার বিষয়াদি, সমন্বিত করে দিবে আমার সব বিক্ষিপ্ততা, ঠিক করে দিবে আমার দৃষ্টির আড়ালে যা আছে তা, সমুচ্চ করে দিবে আমার সম্মুখে যা আছে, তা। সংশোধন করে দিবে আমার আমল। ইলহাম করবে সঠিক পথ, ফিরিয়ে দিবে আমার সব প্রিয় বস্তু আর হেফাজত করবে আমাকে সব ধরণের অনিষ্টতা থেকে।
হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দাও ঈমান, দাও প্রত্যয়, যার পর কুফরীর কোন স্পর্শও থাকবে না আর। দাও তুমি রহমত, যা দ্বারা পাই আমি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার প্রদত্ত সম্মানের সুউচ্চ আসন। হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করি ফয়সালায় সফলকামিতা, শহীদগণের মানযিল, সৌভাগ্যশীলদের জীবন, শত্রুদের উপর সাহায্য। হে আল্লাহ! আমার সব হাজত নিয়ে নামছি তোমারই দরবারে, যদিও ত্রুটিময় আমার প্রয়াস, ক্ষীণ আমার আমল। তোমার রহমত ও দয়ারই মুখাপেক্ষী আমি। তাই চাই তোমার কাছে হে সকল বিষয়ের সম্পাদনকারী।
হে হৃদয়ের শেফাদানকারী! যেমন সমুদ্রের মাঝে পরস্পর আড়াল সৃষ্টি করে রেখেছ তুমি, তেমনি তুমি আমায় আশ্রয় দাও জাহান্নামের আযাব থেকে, ধ্বংসকে আহবান জানানোর মত পরিণাম থেকে, কবরের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! আমার প্রয়াস ও সাধনার যে ত্রুটি, আমার নিয়্যাত তো ইখলাসের সে স্তরে পারেনি পৌঁছাতে, আমার প্রার্থনাও তো পারেনি সে স্তরে পৌঁছাতে, তবুও দাও তুমি সব কল্যাণ, যার ওয়াদা করেছ তুমি তোমার কোন

সৃষ্টির সাথে বা সে কল্যাণ, যা দিয়েছো তোমার বান্দাদের কাউকে। আমি এ বিষয় তোমারই অভিমুখী।

হে রাব্বুল আলামীন! তোমার রহমতের ওয়াসীলায়ই চাই তোমার কাছে। হে আল্লাহ! সুদৃঢ় রজ্জুর অধিকারী যিনি, সঠিক বিধানের মালিক যিনি, তোমার কাছে চাই প্রতিশ্রুত দিনের ভয়াবহ হুমকি থেকে নিরাপত্তা, চাই অনন্ত দিনের জান্নাত তাদের সাথে, যারা নৈকট্যের অধিকারী তোমার দরবারে; যারা সব সময় সমুপস্থিত, বেশি রূকু ও সিজদাবনত এবং চুক্তি পূরণকারী যারা। তুমিই তো দয়ালু প্রেমময়। তুমিই কর যা তোমার অভিপ্রায় তাই। হে আল্লাহ! তুমি বানাও আমাদের হেদায়াতকারি ও হেদায়াতপ্রাপ্ত, যারা পথভ্রষ্টও নয় এবং পথভ্রষ্টকারীও নয়, তোমার ওলীদের সঙ্গে আপসকারী ও তোমার দুশমনদের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীরূপে। তোমারি ভালোবাসায় আমরা ভালোবাসি তাদের, যারা ভালোবাসে তোমাকে। তোমার শত্রুতার কারণেই আমরা শত্রুতা পোষণ করি তাদের প্রতি যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে। হে আল্লাহ! এ তো প্রার্থনা তোমার দরবারে, আর তোমার বিষয় হল তা কবুল করা।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নূর দাও, আমার হৃদয়ে নূর দাও, আমার কবরে নূর দাও, আমার সামনে নূর দও, আমার পিছনে নূর দাও, আমার ডানে নূর দাও, বামে নূর দাও, আমার উপরে নূর দাও, আমার নীচে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার লোমে লোমে নূর দাও, আমার চামড়ায় নূর দাও আমার গোশতে নূর দাও, আমার রক্তে নূর দাও, নূর দাও আমার সব হাড়ে। হে আল্লাহ! আমার নূর করে দাও সুমহান, দাও আমার নূর। আমার জন্য দাও নূর।

পবিত্র তিনি যিনি বেষ্টন করেছেন ইযাযতের চাদর আর নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন তা। মহাপবিত্র তিনি যিনি মর্যদার

পোশাক করেছেন পরিধান এবং তদ্বারা অনুগ্রহিত করেছেন বান্দাদের। পবিত্র তিনি যিনি ছাড়া আর কারো জন্য সব দোষ-ত্রুটি পবিত্রতা নয় শোভন। পবিত্র তিনি আনুগ্রহ নিয়ামতের আধকারী যিনি। পবিত্র তিনি সম্মান ও দয়ার অধিকারী যিনি। পবিত্র তিনি প্রতিপত্তি ও মর্যাদার আধিকারী যিনি।[102]

৩২

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا[103]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে ঐ পরিমাণ তোমার ভীতি-সঞ্চার করো যা দিয়ে তুমি আমাদের মাঝে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। তোমার ‘ইবাদাত-আনুগত্যের ঐ পরিমাণ আমাদেরকে দান করো, যা দিয়ে তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং তোমার ওপর ঈমানের ঐ পরিমাণ দান করো যা দিয়ে তুমি দুনিয়ার বিপদাপদ সহজ করে দেবে। হে আল্লাহ! আমাদের উপকার সাধন করো আমাদের কানের মাধ্যমে, আমাদের চোখের মাধ্যমে ও আমাদের শক্তির মাধ্যমে, যতক্ষণ না তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উত্তরাধিকারী জারী রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিশোধ-প্রতিরোধকে সীমাবদ্ধ রাখো তাদের ওপর, যারা আমাদের ওপর যুলম [অত্যাচার-অবিচার] করেছে এবং আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করো তাদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। হে আল্লাহ! আমাদের দীন

[102] তিরমিযী ৩৪১৯

[103] سنن الترمذي 3502 حسن

সম্পর্কে আমাদেরকে কোন বিপদে ফেলো না এবং দুনিয়াকে আমাদের মৌলিক চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা করো না। হে আল্লাহ! যারা আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করবে না, তাদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না।

৩৩

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ[104]

"হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে সুখদায়ক সৎ পথ প্রকৃত ইসলামের অনুগামী করেছেন, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যাদেরকে সুখশান্তিপূর্ণ মঙ্গলময় জীবন প্রদান করেছেন, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যাদেরকে সর্ব প্রকার কল্যাণ প্রদানের সহিত সাহায্য করেছেন, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি আমাকে যে সমস্ত মঙ্গলদায়ক জিনিস প্রদান করেছেন, সেগুলিকে আমার জন্য অধিকতর মঙ্গলদায়ক করুন। আপনি যে ফয়সালা করেছেন, তার অমঙ্গল হতে আমাকে রক্ষা করুন। কেননা সব জগতের সঠিক পরিচালনার জন্য যে ফয়সালা আপনি করেছেন, সেটাই সঠিক ফয়সালা। তাই আপনার ফয়সালার উপরে আর কোনো প্রকারের সঠিক ফয়সালা নেই। আপনি যাকে ভালোবাসবেন, সে কোনো দিন অপমানিত হতে পারে না। আর আপনি যার জন্য অমঙ্গল নির্ধারণ করবেন, সে কোনো দিন শক্তিশালী হতে পারবে না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মহাকল্যাণময় এবং মহামহিমান্বিত"।

---

[104] سنن أبي داود 1425

৩৪

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ [105]

ইবনু ‘আব্বাস হতে বর্ণিত। বিপদের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু‘আ পড়তেনঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ও অশেষ ধৈর্যশীল, আরশে আযীমের প্রভু। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। আসমান যমীনের প্রতিপালক ও সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।

৩৫

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ، أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَمْ إِلَى قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يَحِلَّ بِي سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ[106]

‘হে আল্লাহ আমার দুর্বলতা এবং মানুষের দৃষ্টিতে লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থার জন্য আপনার কাছে ফরিয়াদ করছি। আপনি পরম দয়ালু। হে পরম দয়ালু, আপনি কার কাছে আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন? যে নিষ্ঠুর শত্রু আমাকে নিষ্পেষিত করবে নাকি যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার

---

[105] صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ 6346 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ

-صحيح مسلم 2730 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب دُعَاءِ الْكَرْبِ

[106] مجمع الزوائد 9851 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الطَّائِفِ مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيْهِ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُجِيبُوهُ، فَانْصَرَفَ فَأَتَى ظِلَّ شَجَرَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ

দায়িত্বভার গ্রহণ করবে? তবে যদি আপনি আমার উপরে রাগ না হয়ে থাকেন, আমি কোনকিছুরই পরোয়া করি না। কিন্তু আপনার দেয়া নিরাপত্তা আমার জন্য বেশি স্বস্তিদায়ক। আমার ওপর যাতে আপনার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ পতিত না হয়, সেজন্য আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার পবিত্র নূরের, যে নূরে আসমান জমিন আলোকিত হয়েছে এবং যে নূরের প্রভাবে অন্ধকার দূর হয়েছে, যে নুরে দুনিয়া-আখিরাতের সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আপনার সন্তুষ্টি সাধনই একমাত্র আমার কর্তব্য। আপনার শক্তি ছাড়া ভালো কাজের কোন উপায় নেই এবং খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য নেই।

৩৬

﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ .

فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ[107]

সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, `যুননুন (মাছ ওয়ালা) ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে দু'আ করেছিলেন, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন। কোন মুসলিম যখনই এই দু'আ করে, আল্লাহ্ অবশ্যই তার দু'আ কবুল করে থাকেন।'

৩৭

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ[108]

---

[107] سنن الترمذي 3505

[108] سنن الترمذي 3475

আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ আল-আসলামী (রহঃ) হতে তার বাবার সুত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে তার দুআ এভাবে বলতে শুনেন “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তার সমকক্ষ কেউ নেই।"

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেনঃ সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! নিঃসন্দেহে এই লোক আল্লাহ তা'আলার মহান নামের ওয়াসীলায় তার নিকটে প্রার্থনা করেছে, যে নামের ওয়াসীলায় দুআ করা হলে তিনি কবুল করেন এবং যে নামের ওয়াসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন।

৩৮

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَلْهَمْتَ عِبَادَكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قلبِي وجِلاء هَمِّي وغَمِّي[109]

আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে বেশি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার পুত্র, তোমার দাসীর পুত্র। আমি তোমার হাতের মুঠে, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে। তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর, তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সেসব নামের

[109] مشكاة المصابيح 2452

ওয়াসীলায় যাতে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছো, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছো, অথবা তুমি তোমার বান্দাদের ওপর ইলহাম করেছো (অদৃশ্য অবস্থায় থেকে অন্তরে কথা বসিয়ে দেয়া) অথবা তুমি গায়বের পর্দায় তা তোমার কাছে অদৃশ্য রেখেছো- তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল স্বরূপ চিন্তা-ফিকির দূর করার উপায় স্বরূপ গঠন করো। যে বান্দা যখনই তা পড়বে আল্লাহ তার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেবেন এবং তার পরিবর্তে মনে নিশ্চিন্ততা (প্রশান্তি) দান করবেন।[110]

৩৯

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ[111]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দু‘আ হলো, হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমত প্রার্থী। কাজেই আমাকে এক পলকের জন্যও আমার নিজের নিকট সোপর্দ করবেন না এবং আমার সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দিন। আর আপনিই একমাত্র ইলাহ।

৪০

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ[112]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদা রাতে সুমহান ও বরকতময় আমার রব আমার কাছে সুন্দরতম রূপে এসেছিলেন। (রাবী বলেন, যতদূর মনে পড়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু

---

[110] সহীহ : মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৩৫২, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১২৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৮২২।

[111] سنن أبي داود 5090

[112] سنن الترمذي 3541

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘স্বপ্নে’ কথাটি বলেছিলেন।) তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন, কি নিয়ে মালা-এ-আলা (সর্বোচ্চ ফেরেশতা পরিষদ)-এ বিতর্ক হচ্ছে? আমি বললামঃ না।

নবীজী বলেন, তখন তিনি আমার কাঁধের মাঝে তার হাত রাখলেন। এমনকি এর স্নিগ্ধতা আমি আমার বুকেও অনুভব করলাম। এতে আসমান ও যমীনের যা কিছু আছে সব আমি জানতে পারলাম।

তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন, কি নিয়ে মালা-এ আলায় আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, গুনাহের কাফফারা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। সালাতের পর মসজিদে অবস্থান করাও কাফফারা, জামাআতে পায়ে হেঁটে যাওয়া, কষ্টের সময় পরিপূর্ণভাবে উযূ করাও কাফফারা। যে ব্যক্তি এই কাজ করবে তার জীবন হবে কল্যাণময়, আর মৃত্যুও হবে কল্যাণময়। যেই দিন তাঁর মা তাকে ভূমিষ্ঠ করলেন গুনাহর ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা হবে সেই দিনের মত। আমার রব বললেন, হে মুহাম্মাদ! সালাত (নামায) শেষে বলবেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

হে আল্লাহ্! আপনার কাছে আমি যাঞ্চা করি ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগের, দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা পোষণের তওফীক। আপনি যখন বান্দাদের বিষয়ে ফেতনা মুসীবতের ইরাদা করবেন তখন আমাকে যেন ফেতনামুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উচ্চ মর্যাদা লাভের বিষয়ে। তা হল, সালামের প্রসার সাধন, আহার প্রদান এবং লোকেরা যখন নিদ্রাভিভূত তখন রাতের নফল সালাতে (তাহাজ্জুদে) নিমগ্ন হওয়া।

৪১

اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُ، وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ[113]

'হে আল্লাহ আমাকে আমার নফসের অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন। আমাকে আমার সব থেকে সঠিক কাজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাখুন। হে আল্লাহ আমি যা গোপন' করেছি ও প্রকাশ্যে করেছি, যা ভুলে করেছি ও ইচ্ছা করে করেছি, যা জেনে করেছি ও না জেনে করেছি- সবকিছু ক্ষমা করুন।'

৪২

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شَكُورًا، وَاجْعَلْنِي صَبُورًا، وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا[114]

'আল্লাহ আমাকে পরম কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল বান্দা বানান আমাকে আমার নিজের চোখে ক্ষুদ্র এবং মানুষের চোখে সম্মানী বানান।'

৪৩

(دُعَاءُ آدَمَ)

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيرَتِي وَعَلَانِيَتِي، فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِي، وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي، وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي، وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي[115]

আদম আলাইহিস সালামের দোয়া

'আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। তাই আমার কৈফিয়ৎ গ্রহণ করুন। আপনি আমার প্রয়োজন জানেন,

---

[113] مجمع الزوائد 17413 وقال: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ

[114] مجمع الزوائد 17412 وقال: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَحَسَّنَ الْبَزَّارُ حَدِيثَهُ

[115] مجمع الزوائد 17426 وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ النَّضْرُ بْنُ طَاهِرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ

তাই আমার প্রার্থনা দান করুন। আমার নফসে কি রয়েছে, আপনি জানেন তাই আমার পাপকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ আমি এমন ঈমান আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যা আমার হৃদয়কে আনন্দিত করবে এবং এমন এমন সত্য ইয়াকিন প্রার্থনা করি, যাতে আমি বুঝতে পারব, আপনি আমার জন্য যা লিখে রেখেছেন শুধু তাই আমার জন্য ঘটবে। আপনি যেটুকু সন্তুষ্টি আমার জন্য নির্ধারিত রেখেছেন, তাও আপনার কাছে কামনা করছি।

৪৪

(دُعَاءُ مُوْسَى حِيْنَ جَاوَزَ)

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ[116]

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মূসা আলাইহিস সালামের দোয়া

‘হে আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আপনার। আপনার কাছেই আমরা সমস্ত অভিযোগ জানাই এবং আপনার কাছেই সমস্ত সাহায্য প্রার্থনা করি। মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর শক্তি ছাড়া ভালো কাজের কোন উপায় নেই এবং খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য নেই।’

৪৫

(دُعَاءُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنِعْمَتِكَ السَّابِغَةِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا، وَبَلَائِكَ الَّذِي ابْتَلَيْتَنِي، وَبِفَضْلِكَ الَّذِي أَفْضَلْتَ عَلَيَّ أَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِفَضْلِكَ، وَمَنِّكَ، وَرَحْمَتِكَ [117]

(ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দোয়া)

‘হে আল্লাহ আমার প্রতি আপনি যে পরিপূর্ণ নিয়ামত দান করেছেন, যে পরীক্ষা করেছেন, আমাকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন,

---

[116] مجمع الزوائد 17427 وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ

[117] مجمع الزوائد 17435 وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ

সেসবের ওয়াসিলা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি- আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। হে আল্লাহ আপনার অনুগ্রহে, আপনার নিয়ামতে এবং আপনার রহমতে আমাকে জান্নাত দান করুন।’

৪৬

(دُعَاءُ قَضَاءِ الدَّيْنِ)[118]

اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ[119]

ঋণ পরিশোধের দোয়া

‘হে আল্লাহ। আপনি রাজাধিরাজ। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন। আর যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন। আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। সমস্ত কল্যাণ তো আপনার হাতেই। আপনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে পরম করুনাময়। এই দুনিয়া ও আখিরাত আপনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখেন। আপনি আমাকে এমন রহমত করুন, যে রহমতের মাধ্যমে আপনি ছাড়া অন্য কারো করুণার প্রয়োজন আমার থাকবে না।’

৪৭

(دُعَاءُ الاسْتِخَارَةِ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي

---

[118] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمُعَاذٍ : أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً تَدْعُو بِهِ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ دَيْنًا لَأَدَّى اللَّهُ عَنْكَ

[119] مجمع الزوائد 17443 وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ[120]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সব কাজে ইস্তাখারাহ্ শিক্ষা দিতেন, যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আমাদের শিখাতেন তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোনো কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরয নয় এমন দু' রাকা'আত (নফল) সালাত আদায় করার পর এ দু'আ পড়েঃ

"ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার ইল্‌মের ওয়াসীলায় আপনার কাছে (উদ্দীষ্ট বিষয়ের) কল্যাণ চাই এবং আপনার কুদরতের ওয়াসীলায় আপনার কাছে শক্তি চাই আর আপনার কাছে চাই আপনার মহান অনুগ্রহ। কেননা, আপনই ক্ষমতা রাখেন, আমি কোন ক্ষমতা রাখি না; আপনিই (সবকিছু) অবগত আর আমি অবগত নই; আপনিই গায়েব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ইয়া আল্লাহ্! আমার দ্বীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে, অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশা ও শেষ পরিণতি হিসাবে যদি এ কাজটি আমার জন্য কল্যাণকর বলে জানেন, তা হলে আমার জন্য তার ব্যবস্থা করে দিন। আর তা আমার জন্য সহজ করে দিন। তারপর আমার জন্য তাতে বরকত দান করুন আর যদি এ কাজটি আমার দ্বীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিনাম অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণতি হিসাবে আমার জন্য ক্ষতি হয় বলে জানেন; তা হলে আপনি তা আমার থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত রাখুন; তা যেখানেই হোক। এরপর সে বিষয়ে আমাকে রাজী থাকার তৌফিক দিন। তিনি ইরশাদ করেন هَذَا الأَمْر দ্বারা তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

---

[120] صحيح البخاري 1162

৪৮

اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ[121]

'আল্লাহ আপনার জিকির, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উত্তমরূপে আপনার ইবাদত করায় আমাদেরকে সহায়তা করুন।'

৪৯

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَإِسْرَافِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ[122]

'হে আল্লাহ আমি পূর্বাপর যা কিছু করেছি, যা প্রকাশ্যে করেছি ও গোপনে করেছি, আমার যত সীমালংঘন রয়েছে এবং আমার ব্যাপারে আপনি যা জানেন সবকিছু ক্ষমা করে দিন। আপনি প্রথম সম্পাদনকারী, আপনি শেষ সম্পাদনকারী। আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।'

৫০

اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي[123]

হে আল্লাহ আপনি আমাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন।

৫১

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَكَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ نَاصِيَتُهَا بِيَدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْكَسَلِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْغِنَى، وَفِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، هَذَا مَا سَأَلَ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الْعَمَلِ،

---

[121] مجمع الزوائد 17352 وقال: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ

[122] مجمع الزوائد 17354 وقال: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ

[123] مجمع الزوائد 17364 وقال: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ

وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَخَيْرَ الْمَمَاتِ، وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي، وَارْفَعْ دَرَجَتِي، وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي، وَاغْفِرْ خَطِيئَتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، آمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فُعِلَ، وَخَيْرَ مَا عُمِلَ، وَخَيْرَ مَا بَطَنَ، وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُصْلِحَ أَمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتَغْفِرَ ذَنْبِي، وَتَحْفَظَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ قَلْبِي، وَتَغْفِرَ ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينَ. اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنَ النَّارِ[124]

আল্লাহ আপনি প্রথম, যার আগে কেউ ছিল না। আপনি শেষ, যার পরে কেউ নেই। চতুষ্পদ জন্তুর অনিষ্টতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। সেগুলো নিয়ন্ত্রণ আপনারা হাতেই। আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি পাপ থেকে এবং অলসতা থেকে, ধনাঢ্যতার ফিতনা থেকে, দরিদ্রতার ফিতনা থেকে, কবরের আজাব থেকে, পাপী হওয়া থেকে, ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে। হে আল্লাহ আপনি আমাকে সমস্ত পাপ থেকে এমন ভাবে পবিত্র করুন, যেভাবে শুভ্র পোশাককে আপনি অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেন। হে আল্লাহ আপনি পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যে রকম দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমার পাপ ও আমার মাঝে তেমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রভুর কাছে এটাই চেয়েছিলেন। হে আল্লাহ। আমি আপনার কাছে সর্বোত্তম দোয়া প্রার্থনা করছি। সর্বোত্তম প্রার্থনা চাচ্ছি। সর্বোত্তম সাফল্য চাচ্ছি। সর্বোত্তম আমল চাচ্ছি। সর্বোত্তম সাওয়াব চাচ্ছি। সর্বোত্তম জীবন চাচ্ছি। সর্বোত্তম মৃত্যু চাচ্ছি। আপনি আমাকে দৃঢ়পদ রাখুন। আমার নেক আমলের পাল্লা ভারী করুন। আমার দরজাকে বুলন্দ করুন। আমার সালাতকে কবুল করুন। আমার গুনাহকে মাফ করুন। জান্নাতে আপনার কাছে উচ্চমর্যাদা চাচ্ছি। আমিন। হে

---

[124] مجمع الزوائد 17380 وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ زُنْبُورٍ، وَعَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهُمَا ثِقَتَانِ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ:

আল্লাহ। আপনার কাছে আমি জান্নাত চাচ্ছি। আমিন। হে আল্লাহ। আমি আপনার কাছে চাচ্ছি যা কিছু ভালো করা যায়, যা কিছু ভালো আমল করা যায়, যা কিছু ভালো চিন্তা করা যায়, যা কিছু ভালো প্রকাশ পায়, যা কিছু ভালো গোপনে থাকে এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান। আমিন। হে আল্লাহ। আমি আপনার কাছে চাচ্ছি আমার স্মরণ যেন উচ্চ হয়। আমার সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়। আমার হৃদয়কে পবিত্র করা হয়। আমার গুনাহকে ক্ষমা করা হয়। আমার গোপনীয়তাকে রক্ষা করা হয়। আমার কলবকে নূরান্বিত করা হয়। আমার গুনাহকে ক্ষমা করা হয়। জান্নাতে আপনার কাছে উচ্চ স্থান চাচ্ছি। আমিন। হে আল্লাহ। আমাকে আগুন থেকে রক্ষা করুন।

৫২

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكُ ; فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبْنِي إِلَى الشَّرِّ، وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ ; فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّينِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ[125]

হে আল্লাহ। আপনি আসমান ও জমিনের প্রতিপালক। আপনি দৃশ্য-অদৃশ্যের প্রভু। এই দুনিয়ার জীবনে আপনার সাথে আমি চুক্তি করছি যে, আমি সাক্ষ্য দেই আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আপনি একক। আপনার কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসুল। আপনি যদি আমাকে আমার নফসের হাতে ছেড়ে দেন, তাহলে সে আমাকে কল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং অকল্যাণের নিকটবর্তী করে দেয়। আপনার রহমত ছাড়া আমি নির্ভার হতে

---

[125] مجمع الزوائد 17368 وقال: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ قَالَ ..... إِلَّا قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَلَائِكَتِهِ :إِنَّ عَبْدِي عَهِدَ عِنْدِي عَهْدًا فَأَوْفُوهُ إِيَّاهُ ; فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْجَنَّةَ

পারি না। তাই আপনার কাছে আমার জন্য একটি চুক্তি রাখুন, যা আপনি কিয়ামতের দিন পূর্ণ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।

৫৩
মাইয়্যিতের জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ[126]

জুবায়র ইবনু নুফায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) আমি আওফ ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছিঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযায় যে দুআ পড়লেন, আমি তার সে দু'আ মনে রেখেছি। দু'আয় তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন,

(অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও ও তার প্রতি দয়া কর। তাকে নিরাপদে রাখ ও তার ত্রুটি মার্জনা কর। তাকে উত্তম সামগ্রী দান কর ও তার প্রবেশ পথকে প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টি দ্বারা মুছে দাও এবং পাপ থেকে এরূপভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তার ঘরকে উত্তম ঘরে পরিণত কর, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান কর, তার স্ত্রীর তুলনায় উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।))।

বর্ণনাকারী আওফ ইবনু মালিক বলেন, তার মূল্যবান দু'আ শুনে আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল, আমি যদি সে মৃত ব্যক্তি হতাম।

---

[126] صحيح مسلم 963

৫৪

কাফফারাতুল মাজালিস[127]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে লোক মাজলিসে বসে প্রয়োজন ছাড়া অনেক কথাবার্তা বলেছে, সে উক্ত মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে যদি বলেঃ **''সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।''** - "হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি", তাহলে উক্ত মাজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।'

৫৫

আজানের পরের দোয়া

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ[128] وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[129]

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করে, 'হে আল্লাহ্-এ পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে

---

[127] سنن الترمذي 3433

[128] صحيح البخاري 614

[129] مجمع الزوائد 1879 وقال: وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمْ، وَوَثَّقَهُ دُحَيْمٌ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ

মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন, যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন’- কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা‘আত লাভের অধিকারী হবে।’[130]

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ قَالَ " :اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ." قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هَذَا عِنْدَ النِّدَاءِ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজান শুনলে বলতেন, ‘হে আল্লাহ। আপনি এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই শাশ্বত সালাতের প্রভূ। আপনি আপনার বান্দা ও আপনার রাসুলের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমাদেরকে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত করুন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ‘আজানের সময় যে এটা পড়বে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে আমার শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত করবেন।’

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَلِّغْهُ دَرَجَةَ الْوَسِيلَةِ عِنْدَكَ، وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ[131]

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে আযান শুনে বলে, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আরও সাক্ষ্য দেই মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ। আপনি মুহাম্মদ

---

[130] বুখারী ৬১৪

[131] مجمع الزوائد 1881 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ لَيَّنَهُ الْحَاكِمُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং আপনার কাছে তাঁকে ওয়াসিলার মর্তবা দিন। কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত করুন- (এই দুআ পড়লে) তার জন্য শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।'

নোটঃ আজানের পরের দোয়ায় আরো কিছু ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে।

৫৬

তোমার বন্দী কী করল? مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ". قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ". فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ". فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ، يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ

" مَا هِيَ ". قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ} وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَىْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ". قَالَ لاَ. قَالَ " ذَاكَ شَيْطَانٌ[132]

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমাযানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হুরাইরা, তোমার রাতের বন্দী কি করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। ‘সে আবার আসবে’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্র সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিয়ে

---

[132] صحيح البخاري 2311

যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হুরাইরাহ! তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কী? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্যে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে বলল যে, সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি

তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (اللهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) প্রথম হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুঁশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবূ হুরাইরাহ! তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।

وِرْدُ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِم[133]

(Few words about the Shaikh: He had a strong memory, thus memorizing the Qur'an in around 4 months. In his youth, he would live in the village of Al-Lisk which is east of Tareem and would walk several miles by night

---

[133] أبو بكر بن سالم الحسيني. ولد بمدينة تريم ، حضرموت ، اليمن سنة 919، وتفي سنة 992 رحمه الله تعالى، وله عدة رسائل وكتب، وله شعر كثير

هو: أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي الغيور بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى بن محمد النقيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب، وعلي زوج فاطمة بنت محمد . فهو الحفيد 25 لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة نسبه.

قال ابن عماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج 10 ص 625 : سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة: فيها توفي الولي الكبير الشيخ أبو بكر بن سالم باعلوى . قال في النور : كان من المشايخ الأفراد المقصودين بالزيارة من أقصى البلاد، وانتفع ببركته الحاضر والباد، وانغمرت بنفحات أنفاسه العباد، واشتهرت كراماته ومناقبه في الآفاق، وسارت بها الرّكبان والرّفاق، ووقّع على ولايته الإجماع والاتفاق.

توفي- رحمه الله تعالى- ليلة الأحد السابع والعشرين من ذي الحجّة بعينات- بكسر المهملة، وسكون المثناة التحتية، وقبل الألف نون، وبعدها مثناة فوقية- من قرى حضرموت على نصف مرحلة من تريم

to Tareem to pray in its mosques and visit the graves. He would also fill up the tanks used for ablutions in the mosques and the troughs for animals to drink before returning to pray Fajr in Al Lisk. Like his predecessors, he had great concern for the visit of Prophet Hud Alayhis Salam and leadership of the visit has passed down from father to son since the time of Faqih Al Muqaddam until it reached Shaykh Shihab Al-Deen who saw Shaykh Abu Bakr worthy as leading the visit , and since then the leadership has remained in the descendants of Shaykh Abu Bakr to this very day and it is he who established the annual visit in Sha'ban. He was also very generous and would supervise the affairs of his kitchen and distribute food with his own hands. He would bake 1000 loaves of bread daily, 500 for lunch and 500 for dinner. This was excluding the food prepared for his numerous guests. A poor disheveled woman once came to give a small amount of food to the Shaykh, but his servant turned her away saying "Caravans are bringing goods to the Shaykh from far places, and he is not in need of what you have brought. The Shaykh was listening and welcomed the lady, accepted her gift and rewarded her greatly. He then told his servant: "The one who does not show gratitude for small things will not show gratitude for great things. The one who does not show gratitude to people does not show gratitude to Allaah."

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اللهُمَّ يَا عَظِيْمَ السُّلْطَانِ ، يَا قَدِيْمَ الْإِحْسَانِ ، يَا دَائِمَ النِّعَمِ ، يَا كَثِيْرَ الْجُوْدِ ، يَا وَاسِعَ الْعَطَاءِ ، يَا خَفِيَّ اللُّطْفِ ، يَا جَمِيْلَ الصُّنْعِ ، يَا حَلِيْمًا لَّا يَعْجَلُ ، صَلِّ يَا رَبِّ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِه وَسَلِّمَ ، وَارْضَ عَنْ الصَّحَابَةِ أجْمَعِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا ، وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا ، وَأنْتَ رَبُّنَا حَقًّا ، وَنَحْنُ عَبِيْدُكَ رِقًّا ، وَأنْتَ لَمْ تَزَلْ لِذلِكَ أهْلًا ، يَا مُيَسِّرَ كُلِّ عَسِيْرٍ ، وَيَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيْرٍ ، وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيْدٍ ، وَيَا مُغْنِيَ كُلِّ فَقِيْرٍ ، وَيَا مُقَوِّيَ كُلِّ ضَعِيْفٍ ، وَيَا مَأمَنَ كُلِّ مَخِيْفٍ ، يَسِّرْ عَلَيْنَا كُلَّ عَسِيْرٍ ، فَتَيْسِيْرُ الْعَسِيْرِ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلى الْبَيَانِ وَالتَّفْسِيْرِ ، حَاجَاتُنَا كَثِيْرٌ ، وَأنْتَ عَالِمٌ بِهَا وَخَبِيْرٌ.

اَللّٰهُمَّ إنِّيْ أخَافُ مِنْكَ ، وَأخَافُ مِمَّنْ يَّخَافُ مِنْكَ ، وَأخَافُ مِمَّنْ لَّا يَخَافُ مِنْكَ ، اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ مَنْ يَخَافُ مِنْكَ نَجِّنَا مِمَّنْ لَّا يَخَافُ مِنْكَ ، اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِيْ لَا تَنَامُ ، وَاكْنُفْنَا بِكَنَفِكَ الَّذِيْ لَا يُرَامُ ، وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا نَهْلِكُ وَأنْتَ ثِقَتُنَا

وَرَجَاؤُنَا ، وَصَلّى اللهُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.
اَللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ زِيَادَةً فِيْ الدِّيْنِ ، وَبَرَكَةً فِيْ الْعُمْرِ ، وَصِحَّةً فِيْ الْجَسَدِ ، وَسَعَةً فِيْ الرِّزْقِ ، وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ ، وَشَهَادَةً عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَعَفْوًاعِنْدَ الْحِسَابِ ، وَأَمَانًا مِنْ الْعَذَابِ ، وَنَصِيْبًا مِنْ الْجَنَّةِ ، وَارْزُقْنَا النَّظَرَ إلى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ ، وَصَلّى اللهُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ। হে মহান অধিপতি। চিরকালীন অনুগ্রহকারী। সর্বকালীন নেয়ামত দাতা। আপনার বদান্যতা কত বেশি।, আপনার দান কত বিপুল আর বিস্তৃত। আপনি নিরবেও করুণা করেন। আপনি নিপুণ সৃষ্টিকর্তা। আপনি পরম সহনশীল- দ্রুত শাস্তি দেন না। হে আমার প্রতিপালক। সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীদের উপর আপনি রহমত বর্ষণ করুন এবং সন্তুষ্ট হন।

আল্লাহ। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। অনুগ্রহ এবং দান সব আপনার পক্ষ থেকেই। আপনিই আমাদের সত্যিকারের প্রভূ। আমরা আপনার অধীন বান্দা। আর আপনি চিরকালই আমাদের প্রভু ছিলেন। আপনি তো সমস্ত কঠিন বিষয়কে সহজ করেন। সমস্ত কঠিন বিষয়কে চূর্ণ করে দেন। আপনিতো সমস্ত নিঃসঙ্গ মানুষের সাথী। আপনিতো সমস্ত অভাবীকে স্বচ্ছলতা দানকারী। আপনি তো সমস্ত দুর্বলকে শক্তিশালী বানান। আপনি সমস্ত ভীত মানুষের নিরাপত্তাস্থল। আমাদের সমস্ত কঠিন কাজকে সহজ করে দিন। সমস্ত কঠিন কে সহজ করা তো আপনার কাছে অত্যন্ত সহজ। হে আল্লাহ আপনার কাছে তো কোন কিছু বলতে হয় না, ব্যাখ্যা করতে হয় না।

আমাদের প্রয়োজন অনেক। আপনার সবকিছুই জানা আছে, সব খবরই আপনি রাখেন।

আল্লাহ। আমি আপনাকে ভয় করি; যারা আপনাকে ভয় করে, তাদেরও ভয় করি এবং যারা আপনাকে ভয় করে না, তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি। আল্লাহ্ যারা আপনাকে ভয় করে, তাদের উসিলায় যারা আপনাকে ভয় করে না, তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করুন। হে আল্লাহ। সাইয়েদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় আমাদেরকে আপনি আপনার সেই দৃষ্টি দিয়ে সুরক্ষা দিন, যা কখনো ঘুমায় না। সেই ডানা দিয়ে আশ্রয় দিন, যা কখনো নিঃশেষ হয় না। আমাদের উপরে এমনভাবে আপনার কুদরত দ্বারা রহমত করুন, যাতে আমরা কখনই ধ্বংস না হই। আপনিই তো আমাদের ভরসাস্থল, আপনিই আমাদের আশা। আল্লাহর রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়েদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার ও সাহাবীদের উপরে। মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি- সমস্ত সৃষ্টিজগত, তাঁর নিজের সন্তুষ্টি, তাঁর আরশ এর সৌন্দর্য এবং তাঁর সমস্ত বাণী লেখার কালির পরিমাণ।

হে আল্লাহ। আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমাদের দ্বীনদারী বাড়িয়ে দিন, হায়াতে বরকত দিন, শরীরের সুস্থতা দিন, রিজকে প্রশস্ততা দিন, মৃত্যুর পূর্বে তাওবা নসিব করুন, মৃত্যুর সময় কালেমা শাহাদাত পড়ার তাওফিক দিন, মৃত্যুর পরে ক্ষমা করুন, কিয়ামতে হিসাবের সময়ে মার্জনা করুন, শাস্তি থেকে নিরাপত্তা দান করুন, জান্নাত নসিব করুন আর আপনার পবিত্র চেহারার দিকে তাকানোর সুযোগ দিন।

আল্লাহর রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপরে। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

আপনার প্রভু পুতঃপবিত্র, তারা তার ব্যাপারে যা বলে তা থেকে তিনি মহাসম্মানিত। সমস্ত রাসুলগণের উপর সালাম এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

In the Name of Allāh, the Most Compassionate, the Most Merciful

O Allāh! O Great Sovereign; O Eternal Benevolence, O Continuous Bestower of Blessings, O the One of Excessive Generosity, of Excessive Giving, of Hidden Kindness, of Beautiful Making. O the Forbearing, Who does not haste in punishment; bestow O Lord, bestow Blessings and Peace on our master Muḥammad and his family, and be satisfied with all his Companions.

O Allāh! To You belong all Praise as Thanks, and to You belong all Favours as Grace, and You are our Lord; Truly we are only Your bondsmen, and You will always be deserving of that O You Who eases every difficulty, and heals the fractured one; Who is the companion to every solitary soul; O Enricher of the poor; O Strengthener of the weak; O Comforter of the frightened, ease all difficulties for us, for the easing of difficulties is easy for You.

O Allāh! (the One) Who needs no clarification and explanation; We have many needs, and about them

You are All-Knowing, All Aware. O Allāh! I fear You, and I fear whoever fears You, and I fear whoever does not fear You. O Allāh! By the honour of those who fear You, save us from those who do not fear You. O Allāh! By the honour of our master Muḥammad, watch us with Your Eyes that never sleep; protect us with Your Protection that does not waiver; have mercy upon us by virtue of Your Power over us so that we do not perish. You are our Reliance and Hope, and may the Blessings and Peace of Allāh be upon our master Muḥammad,

and his family; and Companions; and Praise be to Allāh, the Lord of all the Worlds. To the number of His Creation, to the extent of His Pleasure, to the weight of His Throne, and the ink that it would take to write His Words. O Allāh! We ask You an increase in (our) religion, prosperity in life, a healthy body, abundant sustenance, repentance before death, martyrdom at death, forgiveness after death, pardon on the Day of Judgement, safety from torture (in Hellfire), a share of Paradise, and grant us to look at Your Holy Face; and may the Blessings and Peace of Allāh be upon Muḥammad, his family and his Companions, Glory be to your Lord; the Lord of Honour and Power Who is far superior than what they attribute
to Him; And Peace be on the Messengers; And Praise be to Allāh, the Lord and Cherisher of the Worlds.

اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ وَالتَّفْسِيْرِ ، حَاجَاتُنَا كَثِيْرٌ ، وَأَنْتَ عَالِمٌ بِهَا وَخَبِيْرٌ.

হাবিব উমর বিন হাফিজ হাফিজাহুল্লাহ'র দোয়াঃ[134]

يَاعُمْدَتِي يَاعُدَّتِي يَامُنْقِذِي مِنْ شِدَّتِي

You are my reliance, You are my support, You are my savior from all hardship

وَجَّهْتُ لَكَ وِجْهَتِي عَجِّلْ بِغَوْثِي يَاعَظِيمْ

I turn my whole being to You – rush to My Aid, O Most Great!

وَسَخِّرِ الْأَسْبَابَا وَذَلِّلِ الصِّعَابَا

Make easy the means for all good and remove all difficulties

وَافْتَحْ لَنَا الْأَبْوَابَا بِالنَّصْرِ مِنْكَ يَاكَرِيمْ

And open for us all doors with Your support, O Most Generous

وَرُدَّ كَيْدَ الْكَائِدِ وَكُلَّ طَاغٍ مَارِدِ

And foil the plot of every schemer and rebellious tyrant

وَحَاسِدٍ مُعَانِدٍ بِحَقِّ سِرِّ (طسم

And every envious and stubborn enemy, by the right and secret of "Ta Sin Mim"

اللهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ نُورِكَ السَّارِي وَمَدَدِكَ الجَارِي ، واجْمَعْنِي بِهِ فِي كُلِّ أَطْوَارِي وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ يَانُورْ[135]

O Allah, bestow prayers and peace upon our Master Muhammad, Your light which spreads and Your assistance which flows (throughout creation) and join me with him in all my states, and upon his Family and Companions, O Light!

হে আমার ভরসা, আমার পাথেয়, আমার কঠিন অবস্থায় উদ্ধারকারী, আমি পুরোপুরি আপনার অভিমুখী হয়েছি। হে মহিয়ান সত্তা- দ্রুত আমায় সহায়তা করুন। সমস্ত উপকরণকে সহজ করে দিন, দূর করে দিন যা কিছু কঠিন।

---

[134] Sayyidi Habib Umar bin Hafiz composed them in Madinah al-Munawwarah on 29th Rabi' al Awwal 1437

[135] This is a prayer upon the Prophet ﷺ composed by Sayyidi Habib Umar bin Hafiz

হে মহানুভব। আপনার সাহায্যের দরজা উন্মুক্ত করুন. সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীর কূটচাল, অবাধ্য জালিম, হিংসুক আর হঠকারী শত্রুদের প্রতিহত করুন তাসিনমিম এর রহস্যের উসিলায় । হে আল্লাহ। আপনার রহমত বর্ষণ করুন সায়্যিদুনা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি আপনার পক্ষ থেকে চলমান নূর এবং [সৃষ্টিজগতে] প্রবাহিত আপনার সাহায্যস্বরূপ। তাঁর সাথে আমাকে সমস্ত অবস্থায় একত্রিত করুন। তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবিগণের উপরও অনুরূপ রহমত বর্ষণ করুন ইয়া নুর।

دعاء العلامة الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله
في قنوت الوتر ليلة الثلاثاء 20 رمضان 1439هـ

১৪৩৯ হিজরির ২০ রমজান বিতরের কুনুতে আল্লামাহ হাবিব উমর বিন হাফিজ হাফিজাহুল্লাহ এর বিশেষ দুআ

اللَّهُمَّ يا نَاظِراً إلى القُلُوبِ وما فِيها، وعالِمَاً بسِرِّ ظَواهِرِ الأمُورِ وخَوافِيها، ومنهُ مبتدأُ كُلِّ شيءٍ، وإليهِ مَرجِعُها ومآلُها، لا إلهَ إلا أنتَ، آمنَّا بِكَ فامْلأ قُلوبَنا بِأنوارِ الافتقارِ إليكَ، وصِدقِ الاقبالِ في كُلِّ حالٍ عليكَ، يا ربَّ العالَمِين.

يا دافِعَ المَصَائِبِ وَالمَشاغِبِ والمَتاعِبِ، انْظُرْ إلى أمَّةِ نَبيِّك، إلهَنا، وَقَدْ بَعُدَ مَنْ بَعُدَ مِنْهُمْ، بِتَصْدِيْقِ مَنْ خَدَعَهُمْ وَمَنْ غَشَّهُمْ مِنْ شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ والجِنِّ فتَزعْزَعَ إيْمَانُهُمْ، وَقَلَّتْ ثِقَتُهُمْ فِي اتِّبَاعِ نَبِيِّك، وَنَشْكُوْ إليكَ ذلك الحالَ، ونستَغيثُك أن تُحوِّلَ حالَهم إلى إنابةٍ إليكَ، واتِّباعٍ لِلْهَادِي إلَيك، والدالِّ علَيك، حتى تُخلِّصَهم مِن آفاتِ سُلطةِ أعدائك، ومِن البلايا التي حلَّت بِهم، يا مُحوِّلَ الأحوالِ حَوِّل حالَنا والمُسلمِين إلى أحسَنِ حال، وعافِنا مِن أحوالِ أهلِ الضَّلال، وفِعلِ الجُهَّال.. بِرَحمتِكَ يا أرحمَ الراحمِين.

نَسْأَلُكَ لَنَا وَلِلْأمَّةِ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ، وَأنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

ربَّنا تقبَّلْ منا إنَّكَ أنتَ السَّميعُ العَليم، وتُبْ علينا إنَّكَ أنتَ التوابُ الرَّحِيم.

وصلى الله على سيِّدِنا محمدٍ النَّبيِّ الأمِّيِّ، وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم.

হে আল্লাহ। আপনিতো সবার হৃদয় আর তাতে কী আছে, দেখছেন। সবকিছুর বাহ্যিক আর অভ্যন্তরীন বিষয় আপনার জানা। আপনার কাছ থেকেই সবকিছুর শুরু। আবার আপনার কাছেই সবকিছুর প্রত্যাবর্তন, আপনার কাছেই ফিরে যাওয়া। আপনি ছাড়া তো কোনো মাবুদ নেই। আমরা আপনার উপরই ইমান এনেছি। তাই ইয়া রাব্বাল আলামিন! আমাদের হৃদয়কে আপনার প্রতি মুখাপেক্ষিতার নূরে ভরপুর করে দিন, সর্বাবস্থায় আন্তরিকতার সাথে আপনার অভিমুখী হবার নূরে পরিপূর্ণ করে দিন।
যাবতীয় বিপদাপদ, ফেতনা-ফাসাদ আর দুঃখ-দুর্দশা দূরকারী হে মহান সত্তা! আপনার নবির উম্মতকে দেখুন। হে আমাদের মাবুদ! তাদের মধ্যে কত মানুষ তাদের সাথে প্রতারণাকারী জিন শয়তান আর মানুষ শয়তানের কথা বিশ্বাস করে দূরে সরে গেছে। তাদের ঈমান দূর্বল হয়ে গেছে। আপনার নবির সুন্নাত অনুসরণে তাদের আস্থা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই দুরবস্থার জন্য আপনার কাছে অনুযোগ করছি। আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি- তাদের অবস্থা বদলে তাদেরকে আপনার অভিমুখিতার দিকে, আপনার দিকে পথপ্রদর্শনকারীর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের দিকে ফিরিয়ে দিন। আপনার শত্রুদের প্রভাব থেকে আর যে মসিবতে তারা পড়ে আছে, তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করুন। হে অবস্থার পরিবর্তনকারী! আমাদের আর সমস্ত মুসলিমের অবস্থাকে সর্বোত্তম অবস্থায় পরিবরর্তিত করে দিন। পথভ্রষ্টদের অবস্থা আর জাহিলদের কার্যকলাপ থেকেও আমাদের মুক্তি দিন। হে দয়াকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়াবান! আপনার রহমতের ওসিলায় এই দুআ কবুল করুন। আপনার কাছে আমাদের জন্য আর এই উম্মতের জন্য যা সর্বোত্তম, তাই চাচ্ছি, যা আপনার বান্দা ও নবি সায়্যিদুনা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেয়েছেন। একইসাথে আপনার বান্দা ও নবি সায়্যিদুনা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু থেকে আশ্রয় চেয়েছেন, সেগুলো থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি। আপনার কাছেই তো সাহায্য চাওয়া হয়। পূর্ণ করাও তো আপনারই দায়িত্ব। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ভালো কাজে তাওফিক আর খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য কারও নেই। হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের কবুল করুন। নিশ্চই আপনি সব শোনেন, সব জানেন। আমাদের তাওবা গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। আল্লাহ তায়ালার রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক উম্মি নবি সায়্যিদুনা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবিগণের উপর।

